সুধাকর গ্রন্থাবলী।

শ্রীশ্রীনিত্যবৃন্দাবন

ও

মধুবন।
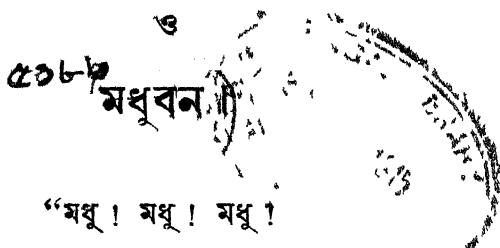
"মধু! মধু! মধু!

শ্রীকুমারনাথ মুখোপাধ্যায়।

আনন্দাশ্রম।

প্যারিচাঁদ মিত্রের লেন, বর্দ্ধমান।

৩০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি
হইতে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
কর্তৃক প্রকাশিত।

বৈশাখ ১৩২২।

 মূল্য।৶০ ছয় আনা।

প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস,

মেটকাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্।

৩৪নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্,—কলিকাতা।
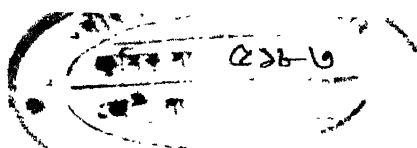
শ্রীশ্রীনিত্যবৃন্দাবন।

[পরাপ্রকৃতির নিত্যলীলা]

কৃষ্ণ তব নররূপী সাকার বিগ্রহ,
পূজি নাই কোন দিন করিয়া আগ্রহ!
নিরাকার ভাবিয়াছি, বুঝি নাই সব—
মানবের মাঝে এসে সেজেছ মানব!
নিত্য সত্য মূর্ত্তি তব ভাবি নাই কভু,
বেদান্তে দেখেছি মাত্র নির্ব্বিকার বিভু!
"অমূর্ত্তির মাঝে মূর্ত্তি" ভুলেছিনু আমি,
আমার সে বালকত্ব ক্ষমা কর তুমি।
অরূপের রূপরাশি তুলনা কি দিব,
"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোঃ!"
সাধক অব্যক্ত ব্রহ্মে বহু ক্লেশে পায়,
বহু কষ্টে সেই নিষ্ঠা লাভ করা যায়।" (গীতা)
কেহ ব্রহ্মভাবে র'ন নির্ব্বিকার নিরঞ্জন—
সে ভাবের পরে কোন কথা নাই আর;
কেহ বা প্রকৃতি সনে পরব্রহ্ম সম্মিলনে
উভয়েতে থাকি করে নিষ্কাম সংসার।
আগেই অবোধ যারা "এক ব্রহ্ম" ভাবে তারা,
জানে না অদ্বৈত ব্রহ্ম অচিন্ত্য এ ভবে,
জীব যদি নাহি রয়, "এক ব্রহ্ম" তবে হয়,
কিছুতে হবার নয় কিছু যদি রবে। (অষ্টাবক্র)

উক্তি মুক্তামালা—প্রেমতত্ত্ব।

প্রেমেতে শোভিত বৃক্ষ ফলে ও ফুলে,
বেদান্ত মেরেছে তায় শিকড় তুলে! ১
জীবন্মুক্ত হয়ে জীব সূক্ষ্ম দেহ লয়,
ওই "দেবলোক" লক্ষ্য, মোক্ষ এখন নয়। ২
একটি প্রদীপ তার গৃহময় ভাতি,
একটি সূর্য্যের কিবা জগন্ময় জ্যোতিঃ!
একটু অগ্নির স্ফূর্ত্তি— বিশ্বদাহী ধর্ম্ম!
কৃষ্ণ মূর্ত্তির জ্যোতিঃ মাত্র বিশ্বব্যাপী ব্রহ্ম! ৩
অন্দরে রাজেন্দ্র ঠিক কুসুম-কোমল,
সদরে সংহার মূর্ত্তি প্রতাপ প্রবল!
দুটি সত্য, দুটি তাই ঈশ্বরের ধ্যান,—
অন্তরে মধুর কৃষ্ণ, বাহিরে ব্রহ্ম জ্ঞান! ৪
তাঁর পক্ষে মূর্ত্তি ধরা অসম্ভব নয়,
যাঁর বক্ষে কোটী মূর্ত্তি মুহূর্ত্তে উদয়। ৫
জমে যায় বাষ্প হয়— উভয়ই জল,
সাকার কি নিরাকার— ব্রহ্মই কেবল। ৬
ফুল ফুটেছে ঘাসে, সেও যে দেখি হাসে!
মায়ার বাঁধ বাঁধি, আমিই শুধু কাঁদি! ৭
জড়েতে ইন্দ্রিয় ভোগ— দুধ উথ্‌লে পড়ে,
অজড়ে ইন্দ্রিয় যোগ— ক্ষীরটি নাহি নড়ে!
ইন্দ্রিয় নিধন জড়ের সনে, অম্লান যৌবন বৃন্দাবনে! ৮
আসিনি করিতে ভোগ স্ত্রী পুত্রের মধু,
গোবিন্দের পদপ্রান্তে লয়ে যেতে শুধু! ৯

চিন্ময় চৈতন্য হরি— নামটিই তাঁর দেহ,
নাম বস্তু ভিন্ন নয়, তবু বুঝে না কেহ!
আমি ধন্য আহা মরি! হরি বল্যেই ছু'লাম হরি! ১০
ধন জন সুখ সবি সতত সুলভ,
বেঁচে থেকে কৃষ্ণ-সেবা, সে বড় দুর্ল্লভ! ১১
কি বা সে বন্ধন, যার মুক্তিতেই দুখ?
কৃষ্ণ প্রেমের বন্ধন সে মুক্তি চেয়ে সুখ! ১২
যত জ্বালা ঘটে শুধু কৃষ্ণ অদর্শনে,
কৃষ্ণ বিরহের "দুখ" ভেবে সুখ মনে। ১৩
বয়স হ'লে ফুরিয়ে যায় খুঁটিনাটি খেলা,
ভক্তি হ'লে যুক্তি কারণ তেমনি যায় ফেলা! ১৪
এই কি সে গোপীভাব? ভাবি নিশি দিন,
ঠিক জগতের "কাম" জড়ত্ব বিহীন!
কাম ত জড়ত্ব নয়, জড়ে মিশলেই মরণ হয়। ১৫
ভক্তির ব্যঞ্জন নিত্য, নিত্য নুনে রাঁধা,
প্রেম ভক্তি খাঁটি যা, তা ব্রহ্ম জ্ঞানে বাঁধা! ১৬
প্রেম বুঝবে কেবা? প্রেমের অর্থ সেবা!
পূজা ছেড়ে সেবা, করতে পারে কেবা? ১৭
চিন্ময় ভাবের হয় কত গাঢ় স্ফূর্ত্তি?
তান্‌সান্ দেখেছিল রাগিণীর মূর্ত্তি! ১৮
প্রাণ সহ শুক্র ক্ষয়,— দুশ্চরিত্র তাকেই কয়।
আদৌ শুক্র ক্ষয় না হয়, আদিরস সে দোষের নয়! ১৯
ভাগবত গ্রন্থ আর ভগবদ্ গীতা,
এ দুয়ের মধ্যে নাই বিন্দু বিরোধিতা। ২০

যোগে যাগে আগে হয় বাসনা বিজয়,
ভব-বন্ধ নাশে শেষে রাসের উদয়। ২১
ব্যোমে বৃন্দাবন আগে দেখ যোগে ব'সে,
মাটিতে সে বৃন্দাবন দেখ্‌তে পাবে শেষে।
চিন্ময় হ'লে আবির্ভূত, মৃন্ময় তার অন্তর্গত। ২২
বৃন্দাবনে রাধা-কৃষ্ণে সেবিবে যখন,
অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের পূর্ণতা তখন। ২৩
ইন্দ্রিয় অঙ্কুরগুলি পূর্ণতা না পেলে,
নিত্য সত্য ধন সব কোথা যাবে ফেলে? ২৪
শরীরের সুখ "কাম" চিদানন্দ "প্রেম"
গিল্টি সোণা আর যেন অবিমিশ্র হেম। ২৫
কি মিষ্ট করুণ-রস! অভিনয়ে দুখ চাই,
সংসারে দুঃখই মিষ্ট, দুঃখের মত সুখ নাই!
দুখের ছবি সবাই গড়, আমীরী চাইতে ফকিরী বড়।২৬
যেমন ময়ূর-পুচ্ছ নাচে মেঘপাশে,
সাধুর অন্তর স্বচ্ছ দুঃখ দেখে হাসে। ২৭
জ্ঞান-মুক্তি প্রেম-ভক্তি একই তার মূল,
একই গাছে শ্বেত রক্ত কৃষ্ণকেলি ফুল! ২৮
সংসারেই দেখা যায় অমৃতের নদী,
পবিত্র প্রেমের উৎস না শুকায় যদি!
অনন্ত যৌবন কৃষ্ণ প্রেম-সিন্ধু তিনি,
অনন্ত-যৌবনা মোরা প্রেম-তরঙ্গিণী!
চিরস্থির নেত্রে দেখ ভবসিন্ধু-পারে,
"স্থির-যৌবনেরে," আর "স্থির-যৌবনারে।" ২৯

কৃষ্ণের নাম মদন কেন? "শুক্রধাতুঃ ভবেৎ প্রাণঃ"
'রসো বৈ সঃ' রসই তিনি, শুক্র ধাতুই রসের খনি ॥
শুক্র রক্ষাই সাক্ষাৎ মদন, শুক্রপাতই মদন-নিধন ॥
'নবীন মদন' বৃন্দাবনে, উর্দ্ধরেতা সব সেখানে ॥ ৩০
আনন্দে কামিনী-ফুল নিরখেন সাধু,
তোলে পাড়ে ছেড়ে খোঁড়ে বালবুদ্ধি শুধু।৩১
যে নব যৌবনে ব্রজে অমরতা সুপ্রকাশ,
সে নব যৌবনে এ যে জড়ে গাঁথা সর্ব্বনাশ।৩২
কৃষ্ণ-প্রেম পর্শে কাঁপি দুটি হাত জুড়ি,
ভানুর চুম্বনে যেন কমলের কুঁড়ি।৩৩
দেহ নাশে কৃষ্ণ পাশে চির শান্তি নিরমল,
যতই কাট্‌চে দিন বাড়্‌চে ভরসা বল।৩৪
যূথি জাতি বেল মালতি, কমল কুমুদ চন্দ্র তারা,
নিশায় উষায় উথ্‌লে উঠে রূপের সাগর পাগল পারা।
দুই দিকে নাই সুখের সীমা, ধন্য আমার ভবে আসা,
অন্তরে অমৃত দৃষ্টি, বাইরে জীবে ভালবাসা।৩৫
হরিভক্ত, ভক্তের হরি, একের নাশে আরের নাশ,
এদিক্ মারলে ওদিক্ মরে, বাঁশের ঝাড় আর ঝাড়ের বাঁশ!
সংসার-স্বর্গ উদ্যানে ফুলের বাহার নানা,
দেখেই জীবন সফল কর, হাত দেওয়া তায় মানা!
দেখ ভিন্ন ছুঁয়োনা ওরে অবোধ ছেলে,
সংসারের ফুল দেখাই ভাল ছুঁলেই যাবে জেলে!৩৭
কৃষ্ণলীলায় ব্রহ্ম ঢাকা, যোগমায়ার সে আবরণ,
এ মায়া নয়, সূক্ষ্ম স্বচ্ছ রঙ্গীন কাঁচের আচ্ছাদন। ৩৮

আমার পাপের রাশি, হাজার টাকার খড়ের গাদা,
দালানের ভিতর কল্যাম বোঝাই কেউ পারেনি দিতে বাধা,
কৃষ্ণ-ভক্তির একটু বিন্দু, দেশলাইয়ের একটি কাঠি,
আমার, আকাশ পাতাল খড়ের রাশি এক মুহূর্ত্তে কল্যে মাটি !
ওই ঈশ্বরের কাছে, পিতা মাতা সবে গেছে,
আকাশে দেবতা আছে. কেন দেখা যায় না ?
এ ব্রহ্মাণ্ড-অণ্ডে থেক, দু-চার দিন ধৈর্য্য রেখ,
ডিম ফুটলেই বেরিয়ে দেখ, আকাশ নয় সে আয়না ! ৪০
ভেবনা যে গোয়ালিনী, জ্ঞানহীনা গোপী গণ,
জেনে রেখ, শুদ্ধ ব্রহ্ম— তেজের উপর বৃন্দাবন !
অভাগ্য জীবের অহো, হরি-বিরহ অহরহঃ !
কারে বা বিরহ কহ ? মিলনের পর হয় বিরহ !
ছিল কি মিলন কোন স্থানে ? নইলে কেন পড়বে মনে ? ৪২
ব্রহ্ম-জ্ঞানের জ্ঞান-শক্তি, রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-ভক্তি,
মিশালেই হয় মেশা মিশি, সত্ত্ব গুণের শেষাশেষি। ৪৩
এ সব মূর্ত্তি কেবল নামে, মূর্ত্তি চিদানন্দ ধামে ॥
সে সব মূর্ত্তির রূপের ছটা দেখলে মানুষ বাঁচবে কটা ?
দেখলে রে সে রূপের কণা, যোগেশ্বরের জ্ঞান থাকে না ॥
অরূপের রূপ ঘরে ঘরে, যেমন ঘর তার তেমন ধরে ॥ ৪৪
কাম ক্রোধে মরচি পুড়ে, মায়া ময়লার আস্তাকুড়ে ॥ ৪৫
কিসে হরি করব তুষ্ট ? আমার গায় যে কামকুষ্ঠ ॥
ছি ছি, পারলে না পাণ্ডব-সখা নিতে ত তুমি,
এই, কুরুক্ষেত্রে চিত্ত আমার সূচাগ্র ভূমি ! ৪৬
শুনচি এখন যথা তথা, কৃষ্ণ খৃষ্টের পুরাণ কথা ;

বল্‌চেন অনেক আধুনিক সভ্য দেশের দার্শনিক—
নরের পূর্ণতা আর কিছু নয়, নারীর নিঃস্বার্থ প্রেমের হৃদয়!
কব কি, ভবেকি, বুঝবে কেহ কতই আনন্দে ছাড়ব দেহ!
জগতের লোক বুঝবে কটা? মরণ নয়ত বিয়ের ঘটা!
বৃন্দাবন-ধাম, রাধা-কৃষ্ণ নাম, নবযৌবন যাগ, নব অনুরাগ!
পরা প্রকৃতির মাঠে ঘাটে, রসের চোটে দাড়িম ফাটে!
ব্রহ্মজ্ঞানে পড়লে ভাটা, প্রেম-জোয়ারে দাড়িম ফাটা! ৪৮
ধন্য রে জীবন, এ চির যৌবন, কৃষ্ণ-প্রেমরস উদ্দীপন,
বিন্দুতে অমর হয়রে পামর, সিন্ধুতে আমার সন্তরণ! ৪৯
নৃত্য গীতই কর্ম্ম মোদের, ভাবনা চিন্তা জানি না,
"নব যৌবন" ধর্ম্ম মোদের, "বৃদ্ধ হওয়া" মানি না! ৫০
পেন্সন্ না লন বাবু, যাবৎ না হয় প্রাণটা গত,
বেশ্যা হ'লে বৃদ্ধ কালে তবু হরির নামটা হ'ত! ৫১
কৃষ্ণ সেবা কর্‌বে ব'লে, উপকরণ সব নিতে এল,
মাছের শুধু কাঁটা পেয়ে, "বাঘের মাসী" ভুলে গেল! ৫২
নর নয়—সব পালে পালে সিংহ পড়েছে ব্যাধের জালে। ৫৩
অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেমা, জীবে তা সম্ভবে না,

বৃন্দাবনে শুধু সেই ব্রজাঙ্গনা জানে;

গোপীদের যে কি ধর্ম্ম, পৃথিবী না জানে মর্ম্ম,

ফুরায়েছে কর্ম্মাকর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই সেখানে! ৫৪

নব অনুরাগ-মধু নিত্যই সমান শুধু—

তাই নহে চিন্ময় সে নিত্যধামে বিদ্যমান!

নিত্যই বাড়িছে রস সে-নব-নবায়মান॥ ৫৫

প্রকৃতি পুরুষ দুটি পূর্ণ রসে উঠে ফুটি,

দুই অৰ্দ্ধ এক হয়ে নির্গুণ সমাধি হবে ;
নির্গুণ সমাধি শেষে আবার বিভিন্ন দুটী,
"নব দম্পতির ভাব" ভাবুক দেখিছে ভবে। ৫৬
দুঃখ নাই, এ সংসার দেবতাদের থিয়েটার,
ব'সেথাকলে দেখবে আবার, নিভৃতনিকুঞ্জ ফেয়ারি-বাওয়ার
আমার পার্টশেষ, ঢুলচি ঘুমে, যাচ্চি আমি "গ্রীণরুমে"
তোমরা কর থিয়েটার, দেব-দেবি সব নমস্কার॥ ৫৭

দ্বিতীয় জ্যোতিঃ।

'সৎ' যাহা নিত্য সত্য, 'চিৎ' সে চেতনা তত্ত্ব,
'আনন্দ' সে নিত্য সুখ—সুখের পাথার,
এই তিন একত্রেতে সৎ-চিৎ-আনন্দেতে
গঠিত শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি, নহে নিরাকার।
চিন্ময় শ্রী-অঙ্গে তাই রক্ত মাংস অস্থি নাই,
কিন্তু অবনিতে আসি যোগমায়া ধরি,
শ্রীনন্দ-নন্দন হয়ে বাহ্য রূপ দেখাইয়ে,
দর্শন দিলেন হরি, অভিনয় করি!
কিন্তু সে স্বরূপতত্ত্ব তাঁতেই দেখেন ভক্ত,
তিনিই ঈশ্বর বিশ্ব সৃষ্টির কারণ ;
চৈতন্য-রূপিণী আর "আহ্লাদিনী শক্তি" তাঁর
পরমা প্রকৃতি রাধা দিলা দরশন।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য-সার মায়া-শক্তি আছে আর,
জগৎ সংসার তাঁর ক্ষণস্থায়ী খেলা ;
আলো আচ্ছাদন করি, অন্ধকারে লুকোচুরী !
চিদানন্দ বৃন্দাবনে চিরস্থায়ী লীলা !
একটী রয়েছে আর জীব-শক্তি নাম তার,
এই জীব-প্রকৃতিই করি আরাধনা,
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যে ধরি, অমৃত সঞ্চয় করি,
রাধা-কৃষ্ণ সেবা করে হয়ে কৃষ্ণ-প্রাণা !
জীব-প্রকৃতিই ক্ষীণা, সে প্রকৃতি অসম্পূর্ণা,
কর্ম্ম-বশে অনায়াসে ভুলে কৃষ্ণ-ধন ;
কর্ম্ম-চক্রে ঘুরে ফিরে কাল পূর্ণ হ লে পরে,
অঙ্গে লাগে কৃষ্ণপাদ-পদ্ম-সমীরণ !
জীবে আছে চিৎভাব, জড়-দেহে চিৎ-অভাব,
জীবের হইলে জড়ে মমতা উদয়,
"মায়ার বন্ধন" সেই, কাল পূর্ণ হইলেই
জড়ে তুচ্ছ করি চিৎ—জ্ঞান স্বচ্ছ হয়।
চিদানন্দ-কৃষ্ণ ধনে সহসাই পড়ে মনে,
ব্যাকুলতা গাঢ় হ'লে বলে অনুরাগ,
"প্রিয়তমে আকর্ষণ" তাঁর নাম "প্রেমধন',
চতুর্ব্বর্গ ফলাতীত "পঞ্চম বিভাগ !"
এ পঞ্চ পুরুষার্থ লভি ভক্ত চরিতার্থ,
"অজরা অমরা মুক্তি" ছায়া মাত্র তার,
"জীব" চিদানন্দ-অংশ জড়-মায়া করি ধ্বংস
নিঃশেষে প্রবেশে প্রেম-রাজ্য আপনার !

তৃতীয় জ্যোতিঃ।

বাহিরের খোলা খানি, 'বিশ্ব' বলি তারে জানি,
বাহ্য ভাব জড় মাত্র, সতত সমল!
মহাশক্তি তার মাঝে, চিন্ময়ী প্রকৃতি সাজে,
বিশ্বের সর্ব্বস্ব আর উপাস্য কেবল!
বিশ্বের অন্তরে যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী তিনি,
তাঁহারি অন্তরে মাত্র চিদানন্দ-স্থান;
শুধু তাঁরে সৎ জানি পরিতুষ্ট ব্রহ্মজ্ঞানী,
আমরা প্রকৃতি মানি,—জগতের প্রাণ!
সৎ স্বরূপের সনে পরমা প্রকৃতি ধনে
একাসনে হেরি করি চরণ সেবন;
ব্রহ্মেতে সুষুপ্তি পাই, ক্বচিৎ ঘুমাই তাই,
পরা প্রকৃতিতে সদা করি জাগরণ!

চতুর্থ জ্যোতিঃ।

বাহিরে রয়েছে বিশ্ব তার মাঝে অপ্রকাশ্য
অদৃশ্য অরূপ-রূপ প্রকৃতে তোমার,
ঐশ্বর্য্য যেতেছে দেখা, কোথাও ঐশ্বর্য্য ঢাকা,
কেবল মাধুর্য্য মাখা, অমিয় ভাণ্ডার!
অভিন্ন পুরুষ সনে বসি রাজ সিংহাসনে,
বিশ্ব-প্রাণে সংগোপনে ঢালিতেছ সুধা,
বাহ্য নেত্রে ধাঁধা লাগে, দেখিতে না পায় আগে,
অন্তর্চক্ষু নাশে শেষে অন্তরের ক্ষুধা!

সন্তানের চন্দ্র-মুখে, দাম্পত্য স্বর্গীয় সুখে
কি ঢেলেছ, শত মুখে কহিতে না পারি!
তব চিত্র কি বিচিত্র! হেরিলে জুড়ায় নেত্র!
আপনি অপাঙ্গে আসি বহে প্রেমবারি!
তোমায় দেখে না যারা অন্ধকূপে মরে তারা,
জরা মৃত্যু হেরি ভাসে নয়নের নীরে,
"মরি মরি" সবে করে, দিনে দশ বার মরে,
দেখে না অজরামরা পরা প্রকৃতিরে!
বয়স অধিক হ'ল, জড় নেত্রে দৃষ্টি গেল,
অন্তশ্চক্ষু খুলি দেও অন্তর-বাসিনি,
বিশ্বের অন্তরে স্থিত মহাশক্তি সঞ্চারিত
করিছ যা, দেখাও তা, অমৃত-রূপিণি!
ভাই বন্ধু যত মম ছাড়ে না মায়ার ভ্রম,
মরণের উপক্রম করিছে কেবল!
চির দুঃখ যাহাদের, দেখাও গো তাহাদের
স্থির যৌবনের চির প্রেম নিরমল!

পঞ্চম জ্যোতিঃ।

অনন্তের পানে সখি নিরখিয়া দেখ রে
পরব্যোম হ'তে,
কোন্ শক্তি আছে বাকি, আসিতে ধরায় রে,
চেতনার পথে?

যত মহা শক্তি দোলে প্রকৃতির পদ-তলে
মানবের মনোরাজ্যে কি না তার এসেছে ?
পরা প্রকৃতির কাছে অভাবে পূরণ আছে,
মানব অভাব সখি, যত কিছু রয়েছে !
ব্যাধির ঔষধ আছে, পিপাসার জল,
মরণে অমৃত আছে, দুর্ব্বলের বল !
পরা প্রকৃতিরে সখি অন্তরেতে দেখি রে
প্রাণ ছুটে যায়,
ইচ্ছা করে ছুটে গিয়ে, সবে মিলি পড়ি রে,
তাঁর রাঙ্গা পায় !
সূক্ষ্ম পথে হের হের, নয়ন সার্থক কর,
বিশ্বের অন্তরে ওই অন্তর-বাসিনী,
আমাদের প্রতি তাঁর সীমা নাই করুণার,
পরমা প্রকৃতি সেই পরব্রহ্ম-ঘরণী !
অনল অনিল আর, চন্দ্রমা তপন
সেবিতেছে তাঁর দেব দুর্লভ চরণ !
জগতের জীব যত জরা মৃত্যু দেখে রে,
দুর্ব্বলতা হেতু,
দেখে না অন্তরে তার জ্ঞানে প্রেমে গাঁথা রে
অমৃতের সেতু !
অস্থি মাংসে আরম্ভিয়া ব্রহ্মজ্ঞানে সমাপিয়া
দেহ মন আত্মা দিয়া নিরমিয়া মানবে,
তাঁর যত গুণ কর্ম্ম, তৃণ হ'তে পরব্রহ্ম,
নর-করতলে দেন স্তরে স্তরে নীরবে !

যখন মানব-মন মুকুল কেবল,
কে জানে ফুটিবে পঙ্কে ব্রহ্ম-নিলোৎপল!
কত যে সয়েছি সখি, রোগ শোক তাপ রে,
কহিব কেমনে?
অস্থিগুলি পুড়ে গেছে শুষ্ক কাঠ সম রে,
বিষম আগুনে!
এ অন্তরে পশি গুরু দেখিলা সাহারা মরু!
কল্পতরু লতা-বীজ তাই আনি সুদিনে,
রোপিয়া ঢালিলা ঝারি— অপার করুণা বারি,
মরুভূমে বৃন্দাবন সাজাইলা দুদিনে!
ধন্য গুরু! যে রোপিল মরু ছিল যথা,
কৃষ্ণ-কল্পতরু আর রাধা-কল্পলতা!

ষষ্ঠ জ্যোতিঃ।

প্রকৃতিরে বক্ষে লয়ে, অচ্ছেদ্য অভেদ্য হয়ে,
পরব্যোমে পূর্ণব্রহ্ম, সর্ব্বব্যাপী হয়েছ!
যে জন দেখিতে নারে, সহজে দেখাতে তারে,
চিন্ময়ী প্রকৃতি সনে, দ্বিধা হয়ে রয়েছ!
চিদানন্দময়ী সতী বামে লয়ে বিশ্বপতি,
মানব-প্রকৃতি সনে মিলাইয়া প্রকৃতি,
ভক্তেরে দিয়াছ দেখা, দ্বিভাগ হয়েছ একা,
ত্রিগুণে ত্রিভঙ্গ-বাঁকা পূর্ণ ব্রহ্মে আকৃতি!

যে জন দেখিতে নারে, সহজে দেখাতে তারে
নর-নারায়ণরূপে ধরাধামে এসেছ,
জন্মান্ধ হয়েছি আমি দেখিনা কোথায় তুমি,
তাই আজ অন্তর্যামী বুকে চেপে বসেছ !
অমূর্ত্তির মাঝে মূর্ত্তি, নির্গুণে গুণের স্ফূর্ত্তি,
নভঃ বারি বরফ বা বাষ্প লয় যেমতি,
দ্বৈত ও অদ্বৈত বাদ, দুই ভাই নির্ব্বিবাদ,
সাকার ও নিরাকারে গলাগলি তেমতি !
ক্ষণস্থায়ী রঙ্গভূমি কিছু না জানিয়া আমি,
এ সংসার-শৈশবের রাঙ্গাকাঠী চুষেছি ;
পেয়েছে যথার্থ ক্ষুধা, দাও তব প্রেম সুধা,
সংসারের চুষিকাঠি ছুড়ে ফেলে দিয়েছি !

সপ্তম জ্যোতিঃ।

তমোনিশি অবসান, পরা প্রকৃতির প্রাণ
পরম পুরুষ স্পর্শে ধীরে ধীরে জাগিল,
অংশরূপা সত্ত্বজ্যোতিঃ— বিভাবতী ঊষা সতী
প্রকৃতি-পুরুষ পাশে প্রেমভিক্ষা মাগিল !
চৈতন্য পুরুষে ধরি প্রগাঢ় চুম্বন করি,
পরা প্রকৃতির রূপ পরব্যোমে ছুটিল !
"প্রকাশ" "প্রকাশ" মাত্র ! জড় জগতের গাত্র
স্বর্গীয় জ্যোতির স্পর্শে শিহরিয়া উঠিল !
ক্ষিতিতল সলিলেতে, তেজঃ ব্যোম অনিলেতে,

কৌশলে পশিল যত অচেতনে চেতনা,
অজড়ে জড়েতে খেলা সুখ দুঃখ নিত্যলীলা,
ফুটে উঠে প্রেম সুখ কভু প্রেম-যাতনা !

হাসে রবি নভঃস্থলে নলিনী নাচিছে জলে,
বিষাদে মুদিত আঁখি কুমুদিনী কাঁদিছে !
ফুটিল কুসুম কলি সৌরভে ছুটিল অলি,
পরা প্রকৃতির পদে প্রেমযোগ সাধিছে !

আদিত্য আকাশে আসি নলিনীরে কহে হাসি,
লো পদ্মিনি, মুখশশী হেরি তব হরষে,
সব দুঃখ যায় দূরে জাগি উঠে ধীরে ধীরে,
পরা প্রকৃতির মুখ সহসা এ মানসে !

শ্রীবিশ্ব চৈতন্যসনে ; শ্রীবিশ্ব-প্রকৃতি ধনে,
পরব্যোম-সিংহাসনে বসাইয়ে যতনে,
বিশ্ব-প্রকৃতিরে সখি, অন্তরেতে দেখি দেখি,
আমরা যে কত সুখী প্রকাশি তা কেমনে !

চৈতন্যেরে বক্ষে ধরি পরা প্রকৃতি সুন্দরী
লক্ষ লক্ষ বিশ্ব-সৃষ্টি এক সূত্রে গাঁথিয়া,
যোগে আছে নিমগন, শুদ্ধ প্রেম বিতরণ,
তুমি আমি সেবি তাঁরে সেই প্রেমে মাতিয়া।

কমলে যাহারা বলে মহা দুঃখ ক্ষিতিতলে,
সেই অর্ব্বাচীন দলে হেরি তুমি ভুলনা !
শুনিলে সকলে হাসে— মানবেরা ভালবাসে
সুখ দুঃখ—পাপপুণ্য মরীচিকা ছলনা !

প্রকৃতি পুরুষে আহা নিত্যলীলা হয় যাহা,

জগতে কে দেখে তাহা ? তুমি যদি দেখিতে,
আমার বিরহে তবে, মুদিত না হ'তে ভবে,
পরা প্রকৃতির সুখে চিরানন্দে ভাসিতে !
পশু পক্ষী জীব কূল তরুলতা ফল ফুল,
জড় হতে জড়াতীত ধরি নানা আকৃতি,
নাচে পরস্পরে ধরি, দেখ যোগ-নেত্র ভরি,
পরম পুরুষ সনে, নাচে পরা প্রকৃতি !

অষ্টম জ্যোতিঃ ।

সদা ভাসি প্রেম নীরে, হেরি পরা প্রকৃতিরে,
নির্গুণ চৈতন্যে ধ'রে চিদানন্দে ভাসা'ল
করিল চিন্ময় সৃষ্টি, তাহে দিয়া যোগ-দৃষ্টি,
সত্বগুণা সখীদলে খল্ খল্ হাসা'ল !
প্রকৃতই ভালবাসি, প্রকৃতি সুন্দরী আসি
ব্রহ্মে দিল রূপরাশি হের আঁখি জুড়া'ল !
অম্লান-যৌবনা সতী স্থির যৌবনের জ্যোতিঃ,
প্রদানি সচ্চিদানন্দে পাশে তার দাঁড়া'ল !
এক অর্দ্ধ কেহ মানে, অন্য অর্দ্ধ নাহি জানে,
অর্দ্ধভাগ অদর্শনে পূর্ণ দেখি কেমনে !
অর্দ্ধ পাশে অর্দ্ধাঙ্গিনী, নাচেন সহধর্ম্মিণী,
অংশরূপা সত্বগুণা শত সখী বেষ্টনে !
প্রত্যেক প্রকৃতি-সখী অন্তরে চৈতন্যে দেখি,

আনন্দে অধীর হ'ল স্বরগে কি মরতে !
পরম পুরুষ সনে প্রকৃতির সম্মিলনে,
নাচে কোটী গ্রহতারা কোটী সৌর জগতে !

নবম জ্যোতিঃ।

পতিরতা সতী, প্রকৃতির গতি, পুরুষেতে থাকে মিশিয়া,
পুরুষ প্রকৃতি, এক মতি গতি, অভিন্ন হৃদয়ে বসিয়া !
বাহিরে বিরহ রহে অহরহঃ ; বুঝাতে জগতে, ধরে দুই দেহ,
দুটী দিক ভাল না বুঝালে বল কে বুঝাবে আর আসিয়া ?
সতী পতি মিলে, শর্করা সলিলে, অনুবিদ্ধ ভাল বাসিয়া !

কামনা-বিহীনা, নিয়ত-নবীনা, ত্রিগুণারে যদি দেখিত,
তবে কি বেদান্ত, ত্রিগুণের অন্ত, সব সর্ব্বস্বান্ত, করিত ?
নিষ্কর্ম্মারা ব'সে, নিষ্কর্ম্মা পুরুষে, কতই বাখানে, ভক্তে শুনি হাসে
ভাবে যে মানসে, নির্গুণ পুরুষে, প্রকৃতিরে যদি, জানিত,
রাজরাজেশ্বরী, দরশন করি, নিত্যা প্রকৃতিরে পূজিত !

সতীর সতীত্বে, পুরুষ অস্তিত্ব মিশিয়া গিয়াছে, সমূলে !
ত্রিগুণার ঋণে, বিকায় "নির্গুণে", ঋণসাক্ষী মোরা, সকলে !
ভাগ্যে সে প্রকৃতি,বক্ষ দিল ডাকি,নির্গুণে বাঁচিল,বক্ষস্থলে থাকি,
নাস্তিকেরা নাকি, কহে সবি ফাঁকি, প্রকৃতিতে থাকি অগত্যা,
নিমক হারাম, ত'ারা অবিরাম, প্রকৃতিরে কহে অনিত্যা !

অসৎ পুরুষ, তার কি পৌরুষ ? অসতের খ্যাতি, রবে কি ?
হয়ে নিরুপায়, প্রকৃতির পায়, বিক্রীত না হয়ে, হবে কি ?
নির্গুণ পুরুষ, কোথা তার বাড়ী,থাক্ দেখি পরা প্রকৃতিরে ছাড়ি,

নিজের নির্ব্বাণে, নিজে রবে পড়ি, কেবা যাবে তারে, খুঁজিতে
নিজে গুণ হীন, ত্রিগুণার ঋণ, চির দিন যাবে, শোধিতে!
না না, থাক বঁধু সুখে, প্রকৃতির বুকে, পাদপদ্মে তার নমিও,
যা আসিল মুখে, বলিনু তোমাকে, দাসী বোলে তুমি, ক্ষমিও।
শুদ্ধ অনুরাগে, করেছি এ রোষ, ক্ষম প্রিয়তম, এ দাসীর দোষ,
পরা প্রকৃতিরে, জানিও নির্দ্দোষ, চন্দ্রমুখ তার চুমিও,
"যুগল মিলন" পূর্ণতা কেমন! প্রাণাধিক ধন তুমিও!

দশম জ্যোতিঃ।

চুপে চুপে ভালবাসি "জগতের পতি,"
ফল্গুনদী হৃদে বহে, "একি তব লীলা!
খড়্গহস্ত ওই কত "আয়ান" দুর্ম্মতি!
স্তম্ভিত করেছে শত "জটিলা কুটিলা"!
আশী লক্ষ যোনী আমি করিনু ভ্রমণ
এখনো মলিন ঘরে হীন পরিধান,
লাজে না কহিতে পারি বোবার স্বপন,
ভাল হই আগে শেষে এস ভগবান।

চুপে চুপে ভালবাস "জগতের সতি",
তব প্রেম ফল্গুনদী, কেহ না জানিলা,
কহিতেছে কিন্তু তব "জগতের পতি"—
শুনিলে স্তম্ভিত হবে "জটিলা কুটিলা,"

আমার এ প্রেমার্ণবে ডুবিবে সংসার,
সূত্রমাত্র এই প্রেম-তটিনী তোমার।
কলঙ্কের ভয় সতি কেন কর আর?
কেন কাঁপ জটিলা বা কুটিলার ডরে?
সংসারের যমোপম "আয়ান" দুর্ব্বার
আসিলেও বাঁশী ত্যজে অসি নিব করে।
কি লাজ "একলি ঘরে হীন পরিধান"!
আমিই সাজাব সাজ, ধরিয়া বয়ান।
আশী লক্ষ যোনী একা ভ্রমিয়াছ তুমি,
কখনো আমাতে দৃষ্টি পড়েনি তোমার!
পশ্চাতে পশ্চাতে কিন্তু ঘুরিয়াছি আমি,
এ দেখা "মাহেন্দ্র ক্ষণে" ঘটিল আমার।
সম্ভব, তোমার প্রেম জানে বন্ধুগণ,
অসম্ভব মম প্রেম—বোবার স্বপন!
কি লাজ তোমার বল? আমিই তোমায়
সরমে মরম কথা কহিতে যে নারি!
তোমার ত সহিষ্ণুতা বিখ্যাত ধরায়!
আমার অধীর প্রাণ, সহিছে না দেরি!
অঙ্কে নিতে আজ্ঞা দেও 'জগতের সতি,'
ধন্য হোক আজ তব "জগতের পতি"।

একাদশ জ্যোতিঃ।

দেখিলাম ত্রিজগতে, জগন্ময়ী সুপ্রকৃতে
তোমারি স্বভাব মাথা জীব সমুদয়,
নিয়া তব ভালবাসা, জগতে জীবের আসা,
প্রেমাণুর যোগাযোগে সৃষ্টিস্থিতি লয়!
দুর্ব্বল জীবের কাছে, অপার্থিব প্রেম আছে,
সে প্রেমের বেগ তারা সহিবারে নারে!
দারা পুত্র পরিবারে, ঢালি দেয় অকাতরে,
তোমার স্বভাব তারা ভুলিতে কি পারে?
কিন্তু কি করিবে কহ? রক্তমাংস জড় দেহ।
সেই প্রেম সমুদ্রের তরঙ্গের ঘায়,
তটস্থ যে অস্থি মেদ, ভাঙ্গি পড়ে এই খেদ,
পড়ে মরে তবু ধরে প্রকৃতে তোমায়!
জানিয়া বা না জানিয়া, তোমারি প্রকৃতি নিয়া,
ছুটিছে তোমারি অংশ তব অংশ পানে,
লোকে বলে জীব অন্ধ, ও সকল মায়া বন্ধ,
কেহ কহে ঘোর পাপ!—মর্ম্ম নাহি জানে!
তব অংশ জীবগণ, অজ্ঞানেই দেহ মন,
তব অংশে সঁপি করে মায়া অভিনয়!
গেল গেল তুচ্ছ দেহ, কি দুঃখ তাহাতে কহ,
বারেক আস্বাদে তব প্রেম বিশ্বময়!
তব ছায়া এই কায়া,— মায়া মায়া মধু-মায়া,
আমি আমি আমি আমি—তরঙ্গ তোমার,

মমতা-সুধার সিন্ধু ! ছুটিছে অমৃত-বিন্দু,
মম মম, মম মম—লহরী সুধার !
সত্য করি সুপ্রকৃতে, কহ দেখি ত্রিজগতে,
অণুতে অণুতে কেবা উচ্চারিছে "আমি" .
আমি কিন্তু শুনি ভবে, দিবানিশি উচ্চ রবে,
অংশে অংশে "আমি আমি" উচ্চারিছ তুমি !
দেহ মন প্রাণ মাঝে, দেখি যবে কি বিরাজে,
স্তরে স্তরে অমৃতের নিরখি বিভাগ !
নাহি হয় পুরাতন, নিত্য নব বৃন্দাবন,
নিত্য নব যৌবনের নব অনুরাগ।
এই বিশ্বে নিত্য স্ফূর্ত্তি, পেতেছে যুগল মূর্ত্তি,
পরম পুরুষ পাশে প্রকৃতির শোভা !
হেরি হেরি ভাবি মনে, নিরজনে তপোবনে,
আঁকি বসি প্রকৃতির চিত্র মনোলোভা !
দ্বৈপায়ন-পাদপদ্মে, দিয়া মন-কোকনদে,
"লক্ষ ইঞ্চি" করিলাম "অর্দ্ধ ইঞ্চি" স্থির,
"রাধা-কৃষ্ণ" দিয়া নাম, প্রতিচ্ছবি আঁকিলাম,
পরম পুরুষ বামে পরা প্রকৃতির !

———

দ্বাদশ জ্যোতিঃ।

ভক্ত বাঞ্ছা মনে করি, পরা প্রকৃতি সুন্দরী,
ব্রহ্ম-কল্পতরু হরি করিয়া সহায়,

বাসনা করিলা মনে, আসিবেন দুই জনে,
সচ্চিৎ-আনন্দ রূপে এ মর ধরায়।
বিশ্বরূপে অহরহঃ, কে দেখিতে পারে কহ ?
আস্বাদিতে নারে কেহ বিশ্ব-প্রেম-সুধা,
জীবের আকাঙ্ক্ষা আছে, অথচ কাহারো কাছে,
প্রকাশিতে নারে সেই অমৃতের ক্ষুধা !
বিশ্ব-প্রাণ-প্রেম-সূত্র, ধরি কেহ আঁকে চিত্র,
ঈষৎ আভাস মাত্র করিতে প্রকাশ
নিরজনে দিবানিশি, কত যোগী মুনি ঋষি,
তপোবনে থাকি বসি, হইল হতাশ !
তপস্যার যে মহিমা, আছে সে জ্ঞানের সীমা,
অক্ষরে অক্ষরে লেখা ষড় দর্শনের,—
বাক্য মনে নাহি পারে, ধরিবারে কভু তাঁরে,
"অবাঙ্‌মানস-গোচর" মানবগণের !
তাই আসি দেখা দিলা, করিতে মানব লীলা,
ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু প্রেম-অবতার,
জীবাকাঙ্ক্ষা ভালবাসি, প্রকৃতির সঙ্গে আসি,
ঢাকিলেন মায়াযোগে অঙ্গ আপনার !
উঠি পরব্যোম হতে, সচ্চিৎ-আনন্দ-রথে,
মানব লীলার পথে পশিলা উভয়,
ধন্য করি ধরাধাম, ধন্য করি ভক্ত নাম,
বৃন্দাবন ধামে আসি হইলা উদয় !
ব্যোমের চিন্ময় লীলা, ধরাতলে দেখাইলা,
বৃন্দাবন ভূমি করি বিশ্বপ্রেম-খনি !

প্রাণাধিক ভক্তগণ, করিলরে দরশন,
রাধাকৃষ্ণ-পদে বিশ্ব প্রেম-চিত্রখানি!
জগতের নিত্য সত্য, এই "অবতার-তত্ত্ব,"
শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তগণ বুঝিল কেবল,
চিন্ময় প্রেমের গতি, বুঝাইতে রাধা সতী,
অবতীর্ণা বৃন্দাবনে নিয়া সখী দল!
জড় দেহে হলে মত্ত, কে বুঝে চিন্ময় তত্ত্ব!
জড়ে প্রেম গড়ে মাত্র "প্রাকৃতিক কাম"!
তাহে নিত্য অধোগতি, ক্ষয় নাশ নিতি নিতি,—
মিথ্যা সে জড়ীয় মায়া, গিল্‌টি তার নাম!
অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে, "অপ্রাকৃত শ্রীমদনে"
প্রেম দানে নাহি হয় বিনাশ বিরাগ,—
নাহি হয় পুরাতন, নিত্য নব বৃন্দাবন,
নিত্য নব যৌবনের নব অনুরাগ!

ত্রয়োদশ জ্যোতিঃ।

প্রার্থনা।

ব্রজেশ্বর, মম দুঃখ আর কিবা কব?
ভুলেছি তোমায় হায়, এবে দেখি স্বপ্ন প্রায়,
পড়ে কিনা পড়ে মনে মুখ চন্দ্র তব!
কত জন্ম চলি গেল, এখনো না দেখা হল,
আর কতকাল বল তোমা ভুলে রব?

কোথায় জীবিত নাথ, এস গো এখন,
দেখ গো হৃদয় স্বামী, দেখ কি হয়েছি আমি,
পড়েছে সোণার অঙ্গে কালিমা কেমন ?
ধন জন গৃহ কর্ম্ম, গেছে জাতি কুল ধর্ম্ম,
তব দরশন আশে রয়েছে জীবন !

তোমার বিরহে যদি, বাঁচি দেখা হবে !
আমার হতেছে ভয়. হয় যদি ব্রহ্মে লয়,
হা নাথ, আর কি দাসী ব্রজধামে রবে ?
শ্রীপদ সেবার মত, পেয়েছি ইন্দ্রিয় যত,
"অন্ধকূপ-হত্যা" তার অঙ্কুরেই হবে !

রাধানাথ, তা হলে যে হারাব তোমায় !
কোথা বা রবে এ দাসী, কে মুছাবে মুখশশী,
সমাধি রাক্ষসী আসি গ্রাসিলে আমায় !
পাদ পদ্ম শিরে নিয়া, কে মুছাবে কেশ দিয়া,
মালতীর মালা গাঁথি কে দিবে গলায় ?

ব্রজনাথ, শুনেছি ত ব্রজের কাহিনী !—
দোলাইয়ে ব্রহ্মজ্ঞানে, পৃষ্ঠের অঞ্চল কোণে,
নাচিত তোমার সনে ব্রজ বিলাসিনী !
কে শুনাবে যথা তথা, আর সে অমৃত কথা,
প্রাণের গৌরাঙ্গ কোথা, ডাকে কাঙ্গালিনী।

দ্বিতীয় প্রার্থনা।

লুকা'ও না ব্রজনাথ ব্রজের জীবন!
মিনতি ও রাঙ্গা পায়, তুমি লুকাইলে হায়,
আমায় করিবে লয় বেদান্ত দর্শন!
গোপীজন মনোলোভা, কোটী চন্দ্র মুখ-শোভা,
হবে না ত নিত্যধামে নিত্য দরশন!
সুখের ইন্দ্রিয় মোর শুকাবে সকল!
প্রেম পরিমল সহ, কৃষ্ণ বিলাসের দেহ,
নিরাকারে নিয়ে যাবে বেদান্ত প্রবল!
আর কি পাইব গিয়া, নিত্য ধামে নিত্য কায়া,
পৌর্ণমাসী যোগমায়া ভরসা কেবল!
আলোক সে জ্যোতিঃ মাত্র, গোলকের পতি!
ভূলোক আলোক চায়, ছাড়ি দেব সবিতায়,
জ্ঞানের আলোক লোক ভালবাসে অতি!
শ্রীপদে ঝরিছে আলো!— বেদান্ত জানে না ভাল,
আলোকের কেন্দ্রস্থল—"যুগল পীরিতি!"

তৃতীয় প্রার্থনা।

শ্যাম-নব জলধর, দেখা দাও তুমি,
ছাড়ি সিন্ধু, যাচি বিন্দু চাতকিনী আমি!
নবঘন, চির স্থির করি রাখ সুখে,—
ভয়াকুলা চপলারে চাপি ধর বুকে!
শ্যাম-তরুবর, হায় রহিলে কোথায়!
অনাশ্রিতা শ্যামলতা ধূলায় লুটায়!

লুটাইছে মায়াপঙ্কে মৃণাল সুন্দর,
তুলি লও করে কৃষ্ণ, মত্ত করিবর!
হের কানু-বালভানু, কাঁদে কমলিনী,
মায়ামোহ-মহাপঙ্কে পড়ি কলঙ্কিনী!
তরুণ অরুণ শ্যাম, কর তারে সুখী,
অনিমেষে চেয়ে আছে শ্যাম সূর্য্যমুখী!
প্রেম-মধু-গন্ধে ধায় মন-অন্ধ অলি,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ- কাঁটা বন দলি!
সে পঞ্চম পুরুষার্থ পাদপদ্ম-মধু
পাবে কি এ অন্ধকূপে অন্ধা গোপবধূ?

শ্রীমধুবন।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম।

সখি রে,—

কেন যাই নবদ্বীপে, বৃন্দাবন ছাড়িরে, কহি সে কাহিনী—
ইচ্ছা করে সেথা গিয়া, তোমা লয়ে থাকিরে, দিবস যামিনী!
এ সুখ পেলাম কোথা?— কই সে নিগূঢ় কথা,
শোন্ সখি, যাহা দেখি, জুড়ায় জীবন রে,
বৃন্দাবনে মুকুলিত নবদ্বীপে প্রস্ফুটিত
প্রেমের পূর্ণতা সেই শ্রীগৌরাঙ্গ ধন রে!
শোন্ সখি মন দিয়া, সে নিগূঢ় তত্ত্বরে, নবদ্বীপ ধামে,
ভুলি গিয়া বৃন্দাবন, ভক্তগণ নিমগন, শ্রীগৌরাঙ্গ নামে!

সে যে তত্ত্ব আহামরি, কি বুঝাব সহচরি,
আগে হয় মুক্তি তাহে সর্ব্ব বন্ধ নাশ রে,
বিমুক্ত-জীবন হয়ে নিত্যসিদ্ধ দেহ লয়ে,
তবে সে হইতে পারে শ্রীগৌরাঙ্গ-দাস রে!
দাস্যভাবে আরম্ভিয়া, প্রেমশিক্ষা নিয়া রে, প্রেমিকের পাশে,
হেরি গোরা রসরাজে, রাধাপ্রেম-সিন্ধু মাঝে, ভক্তগণ ভাসে!
শ্রীরাধারে আহামরি, রাখে কৃষ্ণ বদ্ধ করি,
বৃন্দাবনে জনশূন্য নিকুঞ্জ মাঝারে রে,
কে বুঝে কৃষ্ণের খেলা!— নবদ্বীপে দেখাইলা
শ্রীরাধার নিত্যলীলা দুয়ারে দুয়ারে রে!
চারিশত বর্ষ পরে, কলিকাতা ধামে রে, গোরা নাশে তমঃ!
উথলিল গৌর প্রেমে "শিশিরের" বিন্দু রে, সুধাসিন্ধু সম!
গৌরাঙ্গ-কিরণ সখি অনন্তের পথে দেখি,
অপার সমুদ্র-পারে পাতে প্রেম ফাঁদ রে,
সুদূর মার্কিণ দেশে, শ্রীরাধার প্রেমাবেশে,
জ্ঞানের গরিমা নাশে নদিয়ার চাঁদরে!
ত্রিজগতে প্রেমধর্ম্ম, বৃন্দাবনে পাতা ফাঁদ,—
পাতিছে জগৎ-গুরু অতুল্য নদিয়া-চাঁদ!

শচী মাতার প্রতি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া।

গৌর গুণ গান, করি রাখ প্রাণ, জননি ত্রিতাপ নাশিয়া,
তুমি না রাখিলে, জাহ্নবী-জীবনে, জীবন যাইত ভাসিয়া।
তুমি মাগো যাহা, করেছ দর্শন, আমিও যে তাই দেখি গো এখন,
তারিবেন তিনি, নিখিল ভুবন, আমাকেই ভাল বাসিয়া,

আজ, গৌরপ্রিয়া বলি, দেখিবে আমারে, জগতের লোক আসিয়া!
প্রতিজ্ঞা আমার, শুনগো জননি, ঘরের বাহির যাব না;
দিনমণি মুখ, দেখিব না আর, গৌরমুখ করি ভাবনা!
কারো সাথে মাগো কহিব না কথা, নদিয়া নগরে, যাইব না কোথা,
ধূলার সংসারে, খুঁজিব না বৃথা, বাহিরে ত তাঁরে পাব না!
মাগো, গৌর মন্ত্র জপি, আনন্দে ভাসিব, ত্রিজগতে কিছু চাব না!
তণ্ডুল গণিয়া, জপিব শ্রীনাম, তাহাতেই ক্ষুধা নাশিয়া,
গৌরাঙ্গ ভজন, দেখাব কেমন, শিখিবে জগৎ আসিয়া!
কবি কহে ওই দেবী প্রকাশিত, নদিয়ার পরা-প্রকৃতি উদিত,
ভক্তি সরে ওই আছে প্রস্ফুটিত, ফুল-কুলেশ্বরী ভাসিয়া,
আজ, নবদ্বীপেশ্বরী, রাজরাজেশ্বরী, বেদান্তের অন্তে বসিয়া!

শ্রীনাম।

শ্রীনাম কি ধন, জানে তা ক'জন, নাম-জপে কিবা হয়?—
সেই বিবরণ শুন দিয়া মন, তবে পাপ-তাপ ক্ষয়!
যে বস্তুটি সত্য যে বস্তুটি নিত্য, অনিত্য সংসার-মাঝে,
সে বস্তুর গুণ, নিত্য সত্য বলি, মানে সবে কাজে কাজে।
সে বস্তুর নাম, নিত্য সত্য সদা, নামটি গুণ বিশেষ,
চিৎস্বরূপ বস্তু, আর তার গুণে, ভেদ নাই এক লেশ!
দ্রব্য সহ যথা, দ্রব্যগুণ তার, অভিন্ন হইয়া রয়,
নিত্য দ্রব্য সহ, নাম গুণ তার, কোন কালে ভিন্ন নয়।
নামের সহিত, ফেরেন শ্রীহরি, এ প্রবাদ সত্য তাই,
যেই নাম সেই, শ্রীহরি আপনি, বস্তু নামে ভিন্ন নাই!
হরিঅঙ্গ সেবা, করিবারে যেবা, বাঞ্ছা করে কায় মনে,

করে ও অন্তরে "হরে কৃষ্ণ হরে" জপুক সে রাত্রিদিনে!

দ্রব্য গুণ সম, বিষক্রিয়া ন্যায়, ফলিবে নামের ফল,
যে রূপেই কর, "হেলয়া শ্রদ্ধয়া"
মরিবেই, খায় যদি, না জেনে গরল! *

শ্রীশ্রীফাল্গুনীপূর্ণিমা।

ওই আসে হাসি হাসি ফাল্গুনী পূর্ণিমা-নিশি
পলাশ-প্রসূনরাশি কত শোভা ধরিল!
সুন্দর মন্দার দাম আলো করে ধরাধাম,
কাঞ্চন কুসুম ফুটে দিক্ আলো করিল!
এসেছে কুসুমাকর, উল্লাসিত নারী-নর
ভ্রমরী ভ্রমর সুখে পদ্মবনে ছুটিল!
ফুলে ফুলে মনোহরা, আজ ধরা সুখে ভরা,
বসন্তের বিশ্বপ্রেম উথলিয়া উঠিল!
ফাল্গুনী পূর্ণিমা ভাই! তোদের কি মনে নাই
বিশ্বপ্রেম-প্রস্রবণ শ্রীগৌরাঙ্গ চাঁদ রে,
ভক্তপাশে শুনে থাকি, বসন্ত পূর্ণিমা নাকি
চির বসন্তের পাখী ধরিবার ফাঁদ রে!
আয় আয় বঙ্গবাসী মায়ামোহ তমো নাশি,
পরস্পরে ভালবাসি, ভাসি প্রেম-সাগরে;
চির বসন্তের তরে করজোড়ে ডাকি তাঁরে,
জগতের প্রেমগুরু নবদ্বীপ নগরে!

---

* হেলায় নাম করিলেও তাহার অব্যর্থ শক্তি কত দূর, তাহার সুন্দর বৈজ্ঞানিক সত্য মেহার-মাহাত্ম্য পুস্তকে দেখুন।

হরিনাম নিয়া নিয়া দুয়ারে দুয়ারে গিয়া,
যাচিয়া যে আচণ্ডালে হরিনাম দিল রে,
গলিত কুষ্ঠীরে ধরি গাঢ় আলিঙ্গন করি,
আমাদের মন প্রাণ হরিয়া যে নিল রে,—
শোধিতে তাঁহার ঋণ আহা আজিকার দিন,
আয় যত দীনহীন, পতিতেরে পতিতা,
জন্ম দিনে ভুলি তাঁরে কেমনে ঘুমাবি ঘরে ?
আয় আয় ছুটে আয় বালবৃদ্ধ-বনিতা।
যাক ও সংসার পুড়ে, ফেলে দে মমতা ছুঁড়ে,
হরি ব'লে ছুটে আয় মুক্ত বায়ু-প্রান্তরে,
চির-প্রেম ভালবাসা, চির বসন্তের আশা—
নিত্য নব বৃন্দাবন জাগাইয়া অন্তরে !
হরি ব'লে বাহু তুলে এস ভাই হেলে দুলে,
নাম-সংকীর্ত্তন ভুলে গৃহে আজ থেক না !
সংগোপনে ভেবেছিলে নাচিবেরে হরি ব'লে,
এস আজ প্রাণ খুলে মনে ক্ষোভ রেখ না।
পাপ তাপ বিনাশিতে, আজ মহা নগরীতে
কত রাজা মহা রাজা প্রজাগণ এসেছে,
দীনহীন দুঃখী যত যষ্টি ভরে যায় কত ;
নদিয়া চাঁদের মেলা আজ নাকি বসেছে !
নাই মান অভিমান, রাজা প্রজা এক প্রাণ !
অকাতরে প্রেম দান আজ নাকি হবে রে ;
ব্রাহ্মণে যবনে মিলি করিবেরে কোলাকুলি,
নদিয়া-চাঁদের মেলা কে দেখিতে যাবে রে !

গৌরলীলা-অভিনয় মন প্রাণ বিনিময় !
মহানগরীতে আজ মহাব্রত পালিবে !
ঘুচিবে জগৎভার অসার সংসার-সার
হরিনামামৃত ধারা ধরাপৃষ্ঠে ঢালিবে !
নিতে নামামৃত ধারা আকাশে খসিবে তারা
তরুলতা মাতোয়ারা গৌর নামে নাচিবে.
গৌর-হরি ধ্বনি করি, বঙ্গবাসী নর নারী
দুয়ারে দুয়ারে ফিরি হরিনাম যাচিবে !
পদে দলি অহমিকা ভারত ও আমেরিকা,
নাচিবে লুটাবে আজ শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণে,
মাতিবেরে ম্লেচ্ছ হিন্দু, উথলিবে সুধাসিন্ধু !
ধন্যরে "শিশির-বিন্দু" গৌর-ইন্দু-কিরণে !
হবে আজ দিবারাতি নাম যজ্ঞে পূর্ণাহুতি !
আসিবে নদিয়া-পতি নিয়া প্রেম-ফাঁদ রে !
হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল,—
হরিনামে বাঁধা সেই নদিয়ার চাঁদ রে !

কীর্ত্তন।

একবার শ্রীচৈতন্য শ্রীচৈতন্য চিন্তা কর না !
শ্রীচৈতন্য বিনা অন্য লোকের কথায় মন ভুল না।
আমরা, কাঙ্গাল বেশে এসেছি সবাই,
এস, শ্রীগৌরাঙ্গ ব'লে অঙ্গ, শীতল করি ভাই,
যারা বিষয় মত্ত, তাদের চিত্ত, গৌরতত্ত্ব শোনে না।
গৌর,—তোমার নামটি যখন মনে হয়,

ব'লে, জয় শ্রীহরি, নৃত্য করি, ত্যজি লজ্জা ভয়,
তোমার ঊর্দ্ধ বাহু মনে প'লে আমার বাহু স্থির থাকে না ;
গৌর, মহামন্ত্র—হরিবোল বলে,
আমার, প্রাণ গৌরাঙ্গ, সোনার অঙ্গ, ভাসে নয়নজলে,
ছাড়ি, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ রে, গৌরচরণ কর ভাবনা !
প্রাণ খুলে সব কর সংকীর্ত্তন,
ধনের কথা মানের কথা হওরে বিস্মরণ,
ও ভাই, তোমরা থাক, আপন মানে রে.
আমার, গৌরচাঁদের মান ছিল না।

বারোয়া, ঠুংরী।

যোগে আগে বাসনা বিজয় ;
ভব বন্ধ নাশে শেষে রাসের উদয়!
শান্তভাবে যোগী ছিলাম, কোথা হতে কোথা এলাম,—
ক্রমে যে দেখা'লে ব্রজ মাধুর্য্য আমায় !
ভাগবতে ব্যাস-বাণী যোগ কথা বহু শুনি,
দশমে দেখিনু এসে লীলা মধুময় !
তরুলতা পশু পাখী, সকলি চিন্ময় দেখি,
এই বৃন্দাবন নাকি, কৃষ্ণ-লীলাময় !
কিছু না হল বিনাশ সর্ব্বেন্দ্রিয় সুপ্রকাশ,
হৃদয়ে করেন বাস কৃষ্ণ রসময় !

ললিত—আড়া।

তুমি যত ভালবাস, আমি কি তা পারিব ?
সংসারের সেবা করি তবে হরি আসিব।
আসিয়াছ নিজ গুণে ভালবাস সর্ব্বক্ষণে,

আমি কিন্তু প'লে মনে তবে ভালবাসিব।
এই ভাবে ভালবাস, এস যাও, যাও এস
কখনো দুদণ্ড বস, প্রাণ কথা কব—
আবার যাইব ভুলে, তুমি কিন্তু তাই ব'লে,
যেও না যেন হে চ'লে, না দেখিলে মারা যাব।
সংসারের সেবা করি আসিব যখন ফিরি,
তব চন্দ্রানন হেরি প্রাণ জুড়াব;
অবসর মতে এসে ও চরণ পাশে ব'সে
নয়নের জলে ভেসে, মন প্রাণ ঢেলে দিব।

বাউল সুর।

সখিরে, ভাব না জেনে, প্রেমনদীতে,ঝাঁপ দিও না।
সে নদী অকূল পাথার, দিস না সাঁতার,
সাঁতার দিলে প্রাণ বাঁচে না।
নদীর তরঙ্গ ভারি ডুবেছে গোকুল পুরী,
মজেছে নর নারী গোপাঙ্গনা,
পোরে স্বার্থ বসন, কুলের ভূষণ, ছি ছি সখি, জল ছুঁও না
অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমা, জীবে তা সম্ভবে না,
নিষ্কামী নির্ব্বিকারী ব্রজাঙ্গনা,
সেই, সখির কর্ম্ম, পূর্ণ ধর্ম্ম, মর্ম্ম জেনে, কর সাধনা।

পুরবি—খেমটা।

আর চলতে নারি, প্রাণের হরি, চিরস্থির যৌবনের ভরে,
অমরত্ব সুধাপানে সদা প্রাণ প্রমত্ত করে।
এ চির স্থির যৌবন, কর্‌ব তোমায় সমর্পণ,
প্রেম-সমরে ভুবনমোহন, আর বিন্ধ না পুষ্পশরে।

পূর্ণরসে তনু ভাসে, প্রাণ তোমারে ভালবাসে,
তরঙ্গিণী রঙ্গে আসে, প্রাণ জুড়াতে প্রেম-সাগরে।

শ্রীশ্রীনবযৌবন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে—

নিজ ছায়া হেরি, ছায়া ধরি ধরি, ছেলেখেলা যথা বালকবেলা,
শ্রীপতি তেমনি, ছায়াস্বরূপিণী, ব্রজবালাসনে, করেন খেলা।

ব্রজবালাগণ শ্রীহরির ছায়া। বস্তুতঃ জীবাত্মা মাত্রেই পরমাত্মার ছায়া বা আভাস।

মানুষের তিনটি অবস্থা, জীবভাব, আত্মা-ভাব, আর পরমাত্মা-ভাব; বাল্য, যৌবন ও পূর্ণতা। মানুষ বাল্যভাব বা জীবভাব যতই ভুলিতে পারে, ততই আত্মভাব, যৌবনভাব বা চিরযৌবন অনুভব করে। তুমি যখন ঐ যৌবনভাব অনুভব করিতে পারিবে তখন ঐ ক্ষুদ্র ক্ষীণ অহংকে বা শিশু-ভাবকে একবারে নষ্ট কবিতে পার, তাহাতে কোন দোষ ঘটিবে না। মানুষ আত্মাকে জানিয়া শেষে পূর্ণতা পাইলে পরমাত্মায় মিশিয়া যায়। মিথ্যা ছায়ারূপ মানুষ যখন ভবনদীর তরঙ্গে পড়িয়া ক্ষণকাল কাঁপিতে থাকে, তখন অবোধ বালকের ন্যায় তাহার রঙ্গ দেখিয়া দেবতারা হাস্য করেন।

'ভূতলে চঞ্চল জলে চন্দ্র যান গড়াগড়ি,—
গড়াগড়ি যান বিষ্ণু বুদ্ধির চাঞ্চল্যে পড়ি।" (হস্তামলক)

আত্মার নবযৌবন বুঝিতে ও ধরিতে পারিলেই, পার্থিব অহং "শিশুর" অস্তিত্ব লোপ হইবে, ইহাই পরম সুখ। ঊর্দ্ধতম শুদ্ধ

চৈতন্যই চিরস্থির আকাশ। তাঁহার অধোদেশে প্রাণ-চৈতন্য আছেন, তিনি যেন সূর্য্য। তাঁহার অধোদেশে মন-চেতনা আছে, সে যেন উষা। তাহার অধোদেশে দেহ আছে, সে যেন ক্ষণস্থায়ী পদ্মফুল। উষা জানে, সে পদ্ম ফুটায়, ভ্রমর জুঠায়, লোকজন উঠায়। সূর্য্যকে ভুলিয়া সে পদ্মে ভ্রমরে ও লোকজনে আসক্ত হইয়া, তাহার জগৎটিকেই সর্ব্বস্ব মনে করে। তাই সে অহংসর্ব্বস্ব হয়।

মন-চেতনাও ঐ উষার ন্যায় জগৎ-সর্ব্বস্ব হইয়া, সংসারে আসক্ত ও অহং সর্ব্বস্ব হয়, প্রাণ-চৈতন্যকে ভুলিয়া যায়। কিন্তু অবশেষে উষা দেখিতে পায় যে, সূর্য্যই পদ্ম ফুটান, অলি জুঠান, উষা নিজে কিছুই নহে। সে সূর্য্যেরই ঈষৎ আভাস মাত্র।

মনও সেইরূপ অবশেষে স্পষ্টই দেখিতে পায় যে, প্রাণ-চৈতন্যই সব করেন, মলিন মন নিজে কিছুই নহে, প্রাণ-চৈতন্যের ঈষৎ আভাস মাত্র!

"সব প্রাণ এক শ্বাসে,—সব বাড়ী চিদাকাশে।" সূর্য্যের কিরণ যেমন অখণ্ড অব্যয়, তেমনি পরমাত্মার কিরণরূপ আমিও অখণ্ড অব্যয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মাতে অখণ্ড সম্বন্ধ। সবই পরমাত্মার, ভাবনা শুধু আমার! সবই তিনি, দেখতে পাই, আমি বল্‌তে কিছুই নাই! বুঝ্‌তে দেন না আগে, যদি কাঁচা ঘুমে জাগে, পাছে ছেলে ভাগে!

সূর্য্য প্রতি অণুকে তেজ দান করেন। রাত্রিতে অন্ধকারেও তেজ দান করেন, তেজ না থাকিলে কিছুই থাকে না। সেইরূপ সেই "পরাবুদ্ধি" ঐ সূর্য্যের অন্তরে থাকিয়াই, জগতের প্রতি জীবে বুদ্ধি কিরণ প্রেরণ করেন (গায়ত্রী)। জলমধ্যস্থ বা গৃহকোণস্থ অস্ফুট আলোকও সূর্য্যের কিরণাভাস। সেইরূপ দেহবদ্ধ যে বুদ্ধি

বা মন, সেটী পরাবুদ্ধির কিরণাভাস। দেহবদ্ধবুদ্ধি ঈশ্বর-বিমুখী হইয়া থাকে, আপনাকে আপনি দেখে না, জানে না, তাই তাহার এত দুর্দ্দশা ও দুঃখ বোধ হয়। নতুবা সূর্য্যকিরণ জলের মধ্যে গিয়া কম্পিত হইবে কেন? পরাবুদ্ধিই বা দেহ মধ্যে গিয়া ভীত হইবে কেন? তখন তাহার কেবল বহির্দ্দৃষ্টি, কোথায় কাহার ধান শুকাইবে কোথায় ফুল ফুটাইবে, কাহার মুখ-সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া স্নেহ-চক্ষে বসিয়া নিরীক্ষণ করিবে, কেবল এই ভাবিয়া ভাবিয়া সারা হয়।

অতএব হে কিরণ সকল, তোমারা ধানে, ফুলবাগানে, মুখ পদ্মে মজিয়া না থাকিয়া, সূর্য্যমুখী ফুলের ন্যায় সূর্য্যাভিমুখী হইয়া থাক। জীবগণ, তোমরাও আগে অন্তরে সূর্য্যকে দেখ, তাহার অন্তরে পরাবুদ্ধিকে দেখ, তাহার অন্তরে পরমাত্মা। "বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ" বুদ্ধির পরে থাকিয়া যিনি বুদ্ধি প্রেরণ করেন, তিনিই পরমাত্মা।

এই জন্য সূর্য্যের ধ্যানই ব্রহ্মধ্যান। ইহাই গায়ত্রী। গায়ত্রীতে আছে, "যিনি বুদ্ধি সকল প্রেরণ করিতেছেন" কোন বুদ্ধি? "যেন মামুপযান্তি তে" (গীতা) যে বুদ্ধির দ্বারা তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

যেমন সূক্ষ্ম গোলাপ গন্ধকে জলের সহিত মিশাইয়া রাখিতে হয়, সেইরূপ সমস্ত সূক্ষ্ম পাদার্থকেই এই জগতে জড়ের গায়ে জড়াইয়া রাখা হইয়াছে। সেইরূপ সেই সূক্ষ্ম মহাচৈতন্যকে ধরিয়া রাখিতে হইলে, জগৎকারণ সেই সূর্য্য মণ্ডলের গায়ে জড়াইয়া রাখিতে হয়; নতুবা সেই সূক্ষ্ম মহাচৈতন্য আকাশে অদৃশ্য হইয়া যান। তিলরাশির উপরে চামেলিফুল চাপিয়া রাখিলে, সেই তিল-তৈলে চামেলীগন্ধ আটকান যায়; সেইরূপ সেই মহাচৈতন্যকে জীবদেহে মিশাইয়া দেহটাকে চৈতন্য-ভাবাপন্ন করা হইয়াছে। সূক্ষ্মতম জিনিষটা

জড়দ্রব্যের সহিত আটকাইলে, তবে আমরা সহজে তাহাকে ধরিতে পারি। গোলাপ জলে গোলাপগন্ধ আটকাইয়া রাখা যেমন সকলেরই সুবিধাজনক, সেইরূপ সেই বিশ্ববীজ মহাসূর্য্যের মধ্যে ব্রহ্মচৈতন্যকে আটকাইয়া রাখা ও দর্শন করা সকলেরই সুবিধাজনক। বস্তুতঃই সূর্য্যের প্রতিঅণুতে মহাচৈতন্য বর্ত্তমান আছেন।

সূর্য্যদেব হইতে কিরণ বহির্গত হয়, সেই কিরণের গোড়াটা সূর্য্যে সম্পূর্ণ এক হইয়াই আছে। কিরণের ডগাগুলি যতই দূরে আসিয়া পড়িতেছে, ততই সূর্য্যের কথা ভুলিতেছে। তাহারা যে সূর্য্য বই আর কিছুই নহে, তাহা ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়া, কোথায় কাহার ধান শুকাইতে হইবে, তাহাই খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, পদ্মফুল ফুটাইয়া, বনফুলে মধু দিয়া তাহার মুখ চুম্বনে কৃতার্থ হইতেছে। সূর্য্য যদি পদ্মিনীকে ছাড়িতে কাঁদে, তবে তাহা যেমন হাস্যজনক, মানুষও সেইরূপ স্ত্রীপুত্র ছাড়িতে কাঁদিয়া উঠিলে, তাহাও সেইরূপ সাধুগণের ও দেবতাগণের হাস্যোদ্দীপক হয়।

সূর্য্যের নিকটতম কিরণ-সকল অখণ্ডভাবে সূর্য্যমুখী হইয়া থাকে। তাহারা যে সূর্য্য, তাহাই দিবারাত্রি ধ্যান ও জ্ঞান করিয়া থাকে। তাহারা নিয়তই আপনাদের অংশ অধোগামী করিয়া ছড়াইতেছে, কিন্তু সমস্ত অংশ-কিরণই অখণ্ডভাবে রহিয়াছে। ঐ সকল অধোগামী কিরণ যদি একটিবার যোগে-যাগে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিবার শক্তি পায়, তবেই দেখিয়া ফেলিবে যে তাহারাই মহাসূর্য্য। তাই পদ্মিনী এরূপ রূপ দেখায় যে, নিকটস্থ সূর্য্যকিরণ-গুলিকে ধরিয়া একবারে মেঘের ন্যায় করিয়া ফেলে। সূর্য্য-কিরণগুলি মানুষের বহির্দৃষ্টিতে শত সহস্র কিরণরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মানুষের অসম্পূর্ণ অতি ক্ষীণ দৃষ্টির জন্যই ঐরূপ দেখা যায়। বস্তুতঃ সূর্য্যের সহিত কিরণ, রৌদ্র ও গৃহকোণের অস্ফুট আলো, সমুদায়ই এক অখণ্ডভাবে চির-অবস্থিত। সেইরূপ মহাচৈতন্য, পরাবুদ্ধি, জীববুদ্ধি সমস্তই এক অখণ্ডভাবে চির-অবস্থিত। জীবের কাছে ক্রমে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ক্রমে ক্রমে শত সহস্র, পরে তেত্রিশ কোটী রূপে দৃষ্ট হন। সেই জন্য দেবতা ও মানুষের বিন্দুবিসর্গও মিথ্যা নহে। সবই ব্রহ্মসম্বন্ধ বা ব্রহ্ম।

সেই মূল চৈতন্য হইতে অনন্ত জীব-চৈতন্য বহির্গত! সেই মহা চৈতন্যের পরিচয় জীবের চোখে মুখেই ফুটিয়া উঠিতেছে! তাহারা যে চৈতন্য ভিন্ন কিছুই নহে, তাহা তাহাদের চক্ষুর জ্যোতিঃ দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। চক্ষে চক্ষে চেতনভাব ঝক্‌মক্‌ করিতেছে।

জীব-চৈতন্যগুলি মহাচৈতন্য হইতে দূরে আসিয়া কামিনী-কাঞ্চনের আঠায় জড়াইয়া যাইতেছে! কিন্তু মহাচৈতন্যের নিকটতম কিরণরূপ মুক্তাত্মা-সকল অখণ্ডভাবে মহাচৈতন্যেই অবস্থিতি করেন। তাঁহারা আপন অংশ অধোগামী করিয়া ছড়াইতেছেন, কিন্তু সমস্তই অখণ্ডভাবে আছে।

সূর্য্য হইতে বহুদূরে আসিয়া ঊষা জগদভিমুখী হয়, তাই পদ্ম ফুটানো, ভ্রমর উড়ানো, লোক জাগানো এই সকল কাজের শেষ হয় না। দেখিতে দেখিতে পশ্চাৎ হইতে সূর্য্যালোক আসিয়া পড়ে, তখন ঊষা যায় যায় হয়, ভয়ে কাঁপিতে থাকে! কালপূর্ণ হইলেই ঊষা দেখে, একখানা থালার ন্যায় উজ্জ্বল ছবি পূর্ব্বাকাশে রক্তরাগ ছড়াইতেছে! তখন সূর্য্যের কথা আভাসরূপে ঊষার মনে পড়িতে লাগিল! সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল—সূর্য্য কোথায়?

প্রাণস্বরূপ কোথায় ? প্রাণ যে যায় ! কি করিয়া আমি এখন এই সব ফুলকুল ননীর পুতুল ফেলিয়া যাই ! আমি এত যত্নে জগৎ সাজাইতেছি, এখন কার উপর ফেলিয়া যাই !

অহো, দেখিতে দেখিতে মধ্যাহ্ন-সূর্য্য আসিয়া ঊষাকে বক্ষে টানিয়া লইলেন। ঊষা তাহার প্রাণস্বরূপ, সূর্য্যের বক্ষে গিয়া বলিতে লাগিল—সোঽহং ! সোঽহং !

ঊষার বৃথা মৃত্যু-ভয়ের ন্যায় মানুষেরও বৃথা মৃত্যু-ভয় হইয়া থাকে। মানুষও ভগবান্‌কে পুতুলের ন্যায়, ছবির ন্যায়, থালা থানার ন্যায় ক্রমে দেখে, পরে তিনি আসিয়া যখন আপন বক্ষে ধারণ করেন, তখন জীব আনন্দে সোঽহং ! সোঽহং ! বলিয়া উঠে। ঊষা ও সূর্য্য অভিন্ন, তেমনি জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। এক ভাবিলেই এক, দুই ভাবিলেই দুই। "যেটি আমি, সেইটিই ত তুই ! এক আর এক, লোকে বলে দুই !"

সূর্য্যের মধ্যে ঊষা মিশিয়া গেলে জগতের ফুল ফুটান, অলি উড়ান বন্ধ হয় না। সূর্য্যই ফুল ফুটান, অলি উড়ান ! সূর্য্য থাকিলেই ঊষা থাকে, ঊষা কেবল সূর্য্যের অবস্থা-বিশেষ।

জ্ঞানিগণ দেখিয়াছেন যে—মানুষ ত চৈতন্য মাত্র, হাড় মাস গায়ে গুঁজিয়া বালকের ন্যায় জগতে "কাণা-কাণা" খেলা করিতে আসিয়াছে।

চৈতন্যের গায়ে গুঁজেছি বেশ, হস্ত পদ চক্ষু কেশ !
মাথায় গুঁজি ফুল,—গোঁফ দাড়ী চুল !
সেজে গুঁজে আসা—অভিনয়টি খাসা !
হাসতে হাসতে ম'রে গেছি,—
চৈতন্যের গায় চোখ গুঁজেছি !

সেজে গুঁজে এসেছি—এই বই ত নয়।
জলে আগুণে দিব ঝাঁপ, এ যে অভিনয়!
সেজে গুঁজে নাচা গাওয়া—এটী ভুল না,
নাচ্‌তে নাচ্‌তে ভুলে যেন কেঁদে ফেলো না!
কিছুই যায় না—সবই রক্ষে!
গেল! গেল! কেবল বাহ্য চক্ষে।

গোলাপ-জলকে "জল" বলা ও মিছরির সরবৎকে "জল" বলা যেমন নির্ব্বোধের কাজ, বিশ্ব-বীজ সূর্য্যকে "জড়-পিণ্ড" বলাও তেমনি নির্ব্বোধের কাজ। সৌরভেই বুঝা যায় যে, এটি গোলাপ-সার; যে গন্ধ পায় না, সে জল বই আর কি বলিবে?

জলবিম্বেও ব্রহ্মচৈতন্য অনুপ্রবিষ্ট, কিন্তু রাজাকে বৃক্ষতলে দেখা অপেক্ষা রাজপ্রাসাদে দেখিলেই সহজে শীঘ্র জানা যায়; সেইরূপ জলবিম্ব অপেক্ষা সূর্য্যমণ্ডলে ব্রহ্মচৈতন্যকে স্বভাবতঃ সহজে অনুভব করা যায়। নারিকেল বলিলে বুদ্ধিমান লোক অন্তরস্থ নারিকেল-শষ্যকেই বুঝিয়া থাকেন; যাহারা নারিকেল জানে না, তাহারা নারিকেল দেখিলে "ছোবড়াই" বুঝিয়া থাকে।

হে সূর্য্যব্রহ্ম, আমরা তোমার চিরযৌবন-সম্পন্ন রশ্মি বই আর কিছুই নহে।

তুমি ডাবের জল, আমরা খোসা, তুমি সূর্য্য, আমরা উষা।
আমরা রবির অংশ—রবিকর-বংশ!
আমরা তোমার করাঙ্গুলি— ফুটাই সংসার পদ্মগুলি!
নৃত্যগীতই কর্ম্ম মোদের, ভাবনা চিন্তা জানি না!
"নবযৌবন" ধর্ম্ম মোদের, বৃদ্ধ হওয়া মানি না!

যোগিগণ পরমাত্মাকে জ্যোতির্ম্ময় রূপে ধ্যান করেন, নিজে-

কেও জ্যোতির্ম্ময় আত্মারূপে ধ্যান করেন। উভয়ে এক জাতীয় হওয়ায় মেশামিশিটা বড় ভাল হয়। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিমুক্ত ভক্ত-গণ শ্রীশ্রীভগবানের জ্যোতির্ম্ময় পরম সুন্দর স্থিরযৌবন-মাধুর্য্য ভাবনা করেন, নিজেকেও জ্যোতির্ম্ময়ী চির স্থির-যৌবনা পরমা-সুন্দরী ব্রজগোপী রূপে ভাবনা করেন; তাই এক জাতীয় হওয়ায় মেশ মিশিটা খুব গাঢ়, সুন্দর ও সুমিষ্ট হয়। সারানিশি কুসুম-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া, মানস-সেবার দ্বারা কৃষ্ণবিলাসিনীগণ সেই চিৎঘন-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণসুন্দরকে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক, নিত্যসুখ-সম্ভোগ করেন, ও রাত্রিশেষে একটু নিদ্রা যান; অমনি সাংসারিক ননদিনীরা আসিয়া ডাকিতে থাকে, ও নানারূপ উপহাস করে। তাই কৃষ্ণবিলাসিনী নিজ সখীর নিকটে সংগোপনে বলেন—

সখি রে,

"পিয়ার পরশে জাগি ঘুমাইনু, না জানি বিহান নিশি!
পিয়ার সঙ্গের অঙ্গের সৌরভ, ননদী পাওল আসি!—
বলে, কেন তোর তনু, এমন মলিন, মলিন চাঁদের কলা?
যেন, মত্ত মাতঙ্গ, মথিয়ে থুয়েছে, শিরিষ কুসুম মালা!
কে তোরে দিয়েছে ফুলের নূপুর, কে দিল ফুলের হার?
তাড়িৎ জিনিয়ে, পীত বসন, চোরায়ে আনিলি কার?"

সাধুগণ এই অভিসারে, পরমাত্মা ও জীবাত্মার সঙ্গমে রাত্রি জাগরণ করেন। "পূর্ণের" সহিত অংশের যখন মিলন হয়, তখন কতদূর সুখ সম্ভোগ হয়, তাহাই আস্বাদন করিবার জন্য "পূর্ণ" নিজ অংশকে দূরস্থ করিয়া আবার ক্রোড়স্থ করিতেছেন। —এই "নিজ সুখ আস্বাদনই" দ্বৈত লীলার বা ভগবানের সৃষ্টি করিবার অমৃতময় কারণ। অতএব নিত্যশুদ্ধ ভক্তগণ, তোমরা

নিশিথ কালে সেবার উপকরণ সেই "চিরস্থির যৌবন" লইয়া প্রিয়তমের সেবা আরম্ভ কর, কৃতার্থ হইবে। –

"সে যে, প্রাণসম প্রিয়তম, নিকটতম নিজ জন।"

আনন্দাশ্রম-আবাহন।

অলসতা পরিহরি, বাজায়ে বিজয়-ভেরী,
ভারতের নরনারী দেখ সবে উঠিয়া,
কিবা কার্য্য আপনার, সংসারের কিবা সার,
উরসেতে যশোহার রাখ রাখ ধরিয়া।
মিথ্যা জীব কায়া, মিথ্যা ভব মায়া,
অমূলক ছায়া, ঈশ্বরের দয়া নাই—
সংসার দুঃসহ, স্বল্পস্থায়ী দেহ
মৃণ্ময় গেহ, কহিও না কেহ ভাই!
মৃত্তিকার অভ্যন্তরে, দেখ তন্ন তন্ন ক'রে,
পঙ্কজে পঙ্কিল সরে, পরিমল নিহিত,
মধুমত্ত ভৃঙ্গ গণে, সে মধুর তত্ত্ব জানে,
হায়রে সে সুধাপানে, বায়সেরা বঞ্চিত।
বিদ্যা বুদ্ধি ধনে মানে, প্রণয় প্রমোদ জ্ঞানে,
মমতা পান-ভোজনে, কি আনন্দ জান না,
স্বল্পস্থায়ী করি মনে, এ সব স্বর্গীয় ধনে,
তুলনা তাড়িৎ সনে, দিও না রে দিও না।
ক্ষীণ জীবী প্রাণী, সত্য বলি মানি,
চন্দ্র সূর্য্য জিনি, ক্ষমতা এমনি আছে,

অপার্থিব ধন, মানব-জীবন,
পেয়েছ যখন, ব'ল না তখন মিছে।
সংসার-সমুদ্র তীরে, বসিয়া তরঙ্গ হেরে,
হায় ভুলি আপনারে, ক্ষুদ্র বলি ভেব না,
যারা অতি নীচমতি, তাদের নরকে গতি,
"সহায় জগৎপতি," এ কথাটি ভুল না।
কর মিথ্যা পরিহার, ধর সত্য-তরবার,
ন্যায়-যুদ্ধে কভু আর, ভয়ে ভঙ্গ দিও না,
ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, বিশ্বের কারণ ধরি,
যাও প্রাণপণ করি, কিছু শঙ্কা ক'র না।
সাধিবারে কর্ম্ম, রাখিবারে ধর্ম্ম,
পর জ্ঞান-বর্ম্ম, আছে কোন কর্ম্ম আর?
পাপ-চিন্তা ছাড়ি, পাহাড় উপাড়ি,
চন্দ্র সূর্য্য পাড়ি, সাধ কার্য্য আপনার।
জীর্ণ দেহ তুচ্ছ মানি, অমরাত্মা মনে জানি,
পরমাত্মরূপ যিনি, তাঁরে কভু ভুল না,
এ ভব বৈভব তব, অপার্থিব রত্ন সব,
সুখ-বার্ত্তা কারে কব! দুঃখ দেখা গেল না।
বিমানে বালুকা তুলি, নক্ষত্র টানিয়া ফেলি,
আশার আগুন জ্বালি, অগ্রসর সঘনে,
প্রচণ্ড প্রতাপ সহ, কর শ্রম অহরহঃ,
যে ক'দিন থাকে দেহ, অবহেলি শমনে।
যতক্ষণ প্রাণে সহে, শরীরে শোণিত বহে,
যতক্ষণ শ্বাস রহে, রাখ বক্ষ পাতিয়া,

অশনি সম্পাত শত, হয় হোক ক্রমাগত
কর্ত্তব্যে বিরত হ'লে, কি হইবে বাঁচিয়া ?
পরব্রহ্ম নাম স্মরি, বাল বৃদ্ধ সঙ্গে করি,
সারি সারি নরনারী, সুমঙ্গল সাধনে,
সদা রত মন সুখে, উৎসাহ-বচন মুখে,
দেখুক নির্ব্বোধ লোকে, সুরপুরি এখানে।
আনন্দের কথা, যে জন কহিবে, চরণে নোয়াব তার,
মাথায় আমার আনন্দ-মুকুট, গলায় আনন্দ-হার।
আনন্দ-বসনে আনন্দ-ভূষণে, আনন্দে চলেছি ভাই,
উঠিতে আনন্দ, বসিতে আনন্দ, শয়নে আনন্দ পাই।
আনন্দের কথা, দিন রাত ভাবি, আনন্দে হয়েছি ভোর,
সংসারের স্রোত, বহিছে উজান ছিঁড়িছে মায়ার ডোর।
আমাদের শুভ, আনন্দ-জগতে, আনন্দ-প্রভাত কালে,
আনন্দ-কাননে, গাইছে কোকিল, আনন্দ-গাছের ডালে।
আনন্দে পাপিয়া, প্রভাতি ধরেছে, ললিত গাইছে পাখী,
উঠিছে অরুণ হাসিতে হাসিতে, আনন্দ বরণ মাখি।
বিষাদের রেখা, যদি যায় দেখা, কাহারো নয়ন কোণে,
জানিব তখন, মরেছে সে জন, গঠেছে নরক মনে।
ছিন্ন ভিন্ন করি মায়ার সংসার, আবার বেঁধেছি তায়
আনন্দের ডোরে, আনন্দ অন্তরে, আনন্দে পাগল প্রায়।
অজর অমর, আত্মা নিরন্তর, আনন্দে কোথায় যাই !
আনন্দে আনন্দে আনন্দে আনন্দে, অজ্ঞান হয়েছি ভাই।
আনন্দে হৃদয়, উথলি উঠিছে, ছাপায়ে পড়িছে মোর,
আয় দীন দুঃখী, প্রাণ খুলে আয়, সুপ্রভাত আজ তোর।

পাপীতাপী যারা, সংসার মরুতে, ভাবিয়া হতেছ সারা,
অমূল্য রতন, সোনার পুতলি, বাহু তুলে আয় তোরা।
যোগের বিজ্ঞান, জ্বলেছে আগুন, মায়ার সংসার মাঝে,
চির অভিমানী, যত ধনী মানী, মাথা নোয়াইছে লাজে।
চির আনন্দের, ধীর বজ্র-ধ্বনি, অনন্ত আকাশে হয়,
তার্কিক-পাণ্ডিত্য, চূর্ণ চূর্ণ করি, করিতেছে দিগ্বিজয়।
বাল-বৃদ্ধ আয়, নেচে আয় শিশু, বুকেতে রাখিব তোরে,
দীন দুঃখী চাষা, বুকে আয় তোরা, শীতল করে যা মোরে।
আয়রে দুঃখিনী বালা   ছাড়িয়ে সংসার জ্বালা,
অবিশ্রান্ত আনন্দের দেশে,
আমার তোদের সনে,   কি সম্বন্ধ মনে মনে,
কুঠারে চিরিয়া বক্ষ দেখাইব শেষে।

কবিতা-কুঞ্জ।

পাখী।

বিজন বিপিনে বসি, বিশ্ব বিমোহিয়া, কেন গাও পাখী?
ছেড়েছি সংসার ঘর,   শুনিয়া তোমার স্বর,
কি গান শুনালে পাখী,   ফিরে গাও দেখি?
মানুষ কথার ছলে, বরষে গরল, আশ্চর্য্য কৌশলে!
বড় দুঃখী আমি পাখী,   সংসার মরুতে থাকি,
আশা-মৃগতৃষ্ণিকার,   কুহকেতে ভুলে!
কি এক প্রণয় বায়ু, সময় বুঝিয়া, বহিল প্রবল!

আগুনের শিখা প্রায়, পরশি আমার গায়,
হায় হায় দেখ দগ্ধ, করেছে সকল!
মিটিল না মহা তৃষ্ণা, বিন্দু বিন্দু প্রায়, সম্পদ-সলিলে!
পাখী তোর সাথে সাথে, ভ্রমিবরে পথে পথে,
পিয়ে সুধা স্নান করি নয়নের জলে!
বিধাতা সেধেছে বাদ নাহি অন্য সাধ! হাদে দেখ পাখী
জর জর কলেবর, হুতাশে দহে অন্তর,
এবে মাত্র প্রাণ-বায়ু বাহিরিতে বাকি!
ওই যে সম্মুখ দিয়া, উড়ে যা'স চলে, পাখা দুটি তুলি,
মন যে কেমন করে, হঠাৎ হেরিয়া তোরে,
চড়াৎ করিয়া চিত্ত উঠে যেন জ্বলি!
সুদূর অম্বর-পথে, বিদ্যুতের গতি, পাগলের প্রায়
ঢালি সুধা ডাকি ডাকি, বল্ দেখি বল পাখী,
আমাদের দিয়া ফাঁকি, যাস্‌রে কোথায়?
আজ এ কানন মাঝে, সেই খোঁজে খোঁজে; আসিয়াছি আমি
মনে বড় সাধ করে, সেই সুখ ভুঞ্জিবারে,
ফাঁকি দিয়া যার তরে, উড়ে এস তুমি!
আমার মাথার কিরে, দেখ পাখী ফিরে, জনমের মত
মুগ্ধ হ'য়ে তোর রবে, ছাড়িয়া এসেছি সবে,
প্রাণের অধিক মোর, ভাই বন্ধু যত!
করিতেছে প্রাণাকুল বকুল-মুকুল-কুল, ফল ফুল মাঝে,
পাখী-কুল চির আশা বাঁধিতে সুখের বাসা,
তোর মত লোক যারা, তাহাদেরি সাজে!
মলয় বহিলে প'রে, শরীর শীতল করে, দুঃখ দূরে যায়,

হ'য়ে তুমি প্রতিবাসী, ডাক যদি কাছে বসি,
ভব-ধামে স্বর্গসুখ অনুভব তায়!

বুল্‌বুল্। (ভাবানুবাদ)

বুল্‌বুল রে কত সুখী তুই!
বসিয়া ঝোপের পরে, গান গাও মধুস্বরে,
চারি ধারে ফুটে কত জাতি যূথি যূঁই!
মণি মুক্তা রতন ভাণ্ডার
কিছু তোর নাই পাখী, অনন্ত সুখের সুখী,
তোরে দেখি প্রাণ মোর ছুটে বারবার!
নাই তোর হল শস্য ভূমি!
কোন কাজে হিংসা দ্বেষ, নাই তোর এক লেশ,
শান্তি-সুখে মধুস্বরে গান কর তুমি!
মন-সুখে সঙ্গিনীর সনে,
না ভাবিয়া ভবিষ্যৎ, অজর অমর বৎ,
নিত্য সুখে সুখী পাখী, মত্ত সদা গানে!
প্রতি দিন কি কর আহার?
জিজ্ঞাসিলে বল তুমি, "তাঁর যত্নে বাঁচি আমি,
নিয়ত বাঁচান যিনি, নিখিল সংসার!"

সাবিত্রীর তপোবন দর্শন।

ছুটিছে সুরভি গন্ধ কনক আধারে
আমোদিয়া অন্তঃপুরি! শোভে চাঁরি ধারে
কমল, সাবিত্রী বসি কমলা যেমতি!

সাজায়েছে সহচরা কবরী, আহরি
মহেশ-মন্দির হতে দেবার্চ্চনা পরে,
চন্দন চর্চ্চিত চারু চম্পক চামেলি,
কামিনীকুল-কামনা! সুখে তমালিনী
করিছে অলক্তে রাঙ্গা চরণ অঙ্গুলি!
চুম্বিয়া শ্যামল দল নীরব অরণ্যে,
সর্ সর্-স্বনে মন্দ মলয় যেমতি,
জিজ্ঞাসিলা রাজবালা সম্ভাষি সাদরে
মধুস্বরে—বিধুমুখি! রম্য তপোবনে
কহ লো আছেত ভাল, ঋষি-কুলবালা?
তরলিকা তিলোত্তমা নলিনী-নয়না
তাপস-নন্দিনী সখি কেন না সম্ভাষে
আমায়? তারা যে বলে "রাজকন্যা" আমি!
লো সখি তাপসকুলে "মুনিকন্যা" তারা!
এ কেমন কথা দেবী? ভাগ্যবতী তুমি,
রাজবালা—তমালিনী কহিলা হাসিয়া
মৃদু হাসি। সুরবালা শোভে সুরপুরি,
নন্দন-মন্দার শোভে চিকুর-বন্ধন!
গন্ধর্ব্ব কিন্নর কন্যা কর্ণ-মূল শোভা
কুটজ কুসুম গন্ধে নগেন্দ্রের দেখ
কি আনন্দ! চন্দ্রমুখি নিন্দ আপনায়
অকারণ; রাজগেহে রাজলক্ষ্মী তুমি,
বিধির লেখা আলেখ্য! লক্ষপতি পিতা,
যক্ষপতি যথা অলকায়! বনে সুখী

বনবাসী! কিন্তু দাসী, শশিমুখি, কভু
দেখে নাই, সত্য দেবি কহ যাহা তুমি,
তাল তমালেতে পূর্ণ হেন তপোবন!
সুধাইলা সুবদনি সে দিনের কথা,
গিয়াছিনু যবে মোরা করিতে ভ্রমণ
সে বনে, নয়ন মন মোহিত নেহারি
যে মাধুরি, বরাঙ্গনে, নিবেদি চরণে।
তপোবনে গিয়া হেরি, আদিত্য উদয়
হইল উদয়াচলে, দীপ্ত বন রাজি!
সুপ্ত জীব যত জাগে, একে একে যথা
সন্ধ্যায় নক্ষত্রোদয়; ফুলডালা করে
কুসুম চয়ন করে মুনি কন্যা যত।
করে করি কমণ্ডলু করিছে গমন
ঋষিকুল, কুলকুলে সুধা ঢালি যথা
চুম্বিছে উপল-কুল নির্ঝরিণী-বারি!
ডাকে পিক নাচে শিখী শাখায় শাখায়,
পাখায় বিচিত্র চিত্র, চিত্রভানু হেরি
মনোরঙ্গে। মনোরঙ্গে কুরঙ্গ নিকর
ছুটিছে শাবক সঙ্গে শ্রীফলের পাতা
মরমরি। হৃষ্ট মনে কৃষ্ণসার যত
হর্ষে আসি ঘর্ষে অঙ্গ তাল তমালেতে।
যে দিকে ফিরাই আঁখি নিরখি কেবল
অপরূপ ব্রহ্ম ছবি! ক্রীড়া করে যত
বন-বাসী শিশু-কুল তরু-মূলে বসি।

কেমন তাপস কুল, কটি তটে বাঁধা
পল্লব, বাকল, চর্ম্ম; ধর্ম্ম কর্ম্মে রত
সতত! সতত বনে নিরখি নিরখি
হরীতকী আমলকী বয়ড়া বকুল
তরু লতা গুল্ম রাজি, জ্ঞান হয় মনে
স্বর্গের সংবাদ তারা কহিছে বিনয়ে!
পরিহরি রাজপুরি—পরিপূর্ণ যায়
পাপ রাশি, প্রাণদণ্ড, প্রতারণা আর
দ্বেষ হিংসা অর্থলোভ স্বার্থ লাগি সদা,
ইচ্ছি বাস তপোবনে,—শুনি গায় পিক;
নাচে শিখী; শাখী সখা; প্রতিবাসী যত
বিহঙ্গ কুরঙ্গ মরি; সুখাসন কুশা;
অশন সুপক্ক ফল, বসন বাকল,
বাসনা কেবল সেই অমৃতের ধারা
কামধেনু পয়ঃ পান, পিপাসায় পিয়ে
প্রবাহিনী পূত পানি পাতি পাণিযুগ;
পর্ণ শয্যা, লতাগুচ্ছ দিব্য উপাধান;
ব্যজনে চন্দন শাখা; শয়নে স্বপনে
ব্রহ্মানন্দ! এ আনন্দ মন্দমতি যারা
সন্ধান না পায়, মগ্ন সংসার-সাগরে!
সংসারের যত সুখ তাদের কপালে
খেলে যথা সৌদামিনী কাদম্বিনী কোলে!
সারাদিন নিরখিনু নন্দন-নিন্দিত
তপোবন। প্রায় সন্ধ্যা, হেনকালে হেরি

তরলিকা তিলোত্তমা তমালের তলে
নমিছে আদিত্য দেবে—প্রায় অস্তমিত,
আঁচল ভরা কুসুম। অদূরে নেহারি
তেজস্বী তপস্বী কত, ঊর্দ্ধজটা কেহ,
কেহ ঊর্দ্ধবাহু, শিরে জটা-জূট ভার,
ঊর্দ্ধরেতা যতানিল ঈশান যেমতি!
ভস্মভূষা ভালে, তারা স্রোতস্বিনী-তীরে
কমণ্ডলু করে করি করিছে গমন!
নামিল অরুণ রথ পশ্চিম সোপানে
দেখিতে দেখিতে, দেখা দিল গোধূলির
ধূসর বরণ! কত যে কুসুমদাম
ফুটে সে কাননে! গন্ধে আমোদিত বন!
হেন কালে আমাদের সম্ভাষিলা আসি
ঋষিসুতা যত, মুখে মৃদুমন্দ হাসি,
চন্দনের রেখা ভালে মন্দ মন্দ গতি!
তাদের দেখিয়া বনে, মনে যে কি বলে,
ব'লে কি জানাব আর! ছার গৃহবাস
ইচ্ছা করে ত্যজি যাই, পূজি ইষ্ট দেবে,
হৃষ্ট মনে বনে বনে করি বিচরণ
তুলি ফুল, ফলমূল আহরণ করি,
রক্তচন্দনের ফোঁটা পরি ললাটেতে
আনন্দে, আনন্দে করি বাকল বন্ধন
অঙ্গে; মনোরঙ্গে শুনি বন-বিহঙ্গের
সঙ্গীত; কুরঙ্গ সঙ্গে রঙ্গ করি বনে।

কিন্তু কহি চন্দ্রাননে, ইন্দ্রালয়ে যথা
ইন্দ্রাণীর সোহাগিনী সঙ্গিনী সকল,
আমরা কাটাই কাল চরণ-ছায়ায়,
সুখসিন্ধু! নাহি জানি দুঃখের বারতা।
শুন কহি সুলোচনে, শুন নাই তুমি
আর কথা! তপোবনে শুভক্ষণে মোরা
গিয়াছিনু সেই দিন! তোমার প্রসাদে
ভাগ্যবতী মোরা দেবী; অপরূপ ছবি
দেখিনু যা এ নয়নে রম্য তপোবনে,
সে কাহিনী মন দিয়া শুন সীমন্তিনি,—
সারাদিন মোরা যবে তপোবন দেখে
আইনু কাননপ্রান্তে, তুলিতে তুলিতে
কুসুম, সুষমা এক সহসা সুন্দরি
সম্মুখেতে সমুদিত; হেম-কূট-শিরে
যেমতি কনক শৃঙ্গ, কানন মাঝারে
সাধু এক নেহারিনু প্রশান্ত মূরতি!
সে সম্বাদ, প্রিয়ম্বদে, ক'য়ে কি জানাব!
বচন-অতীত কথা! নলিনী নয়ন
নিমীলিত, জপমালা জপিতেছে করে।
পরম সুন্দর কান্তি! নীলাম্বরে যথা
কাদম্বিনী-নীলাম্বরে বালার্কের ছটা
সমাবৃত, মরে যাই, হীন বেশাবৃত
সে বরাঙ্গে বরাঙ্গনে হেন হৈম ছটা!
কি সুঠাম, আহা দেবি, কি দিব তুলনা?

দিব্যভাব বিদ্যমান! ত্রিদিব ত্যজিয়া
আইলা বা অনন্তের অর্চ্চনার আশে,
আনন্দেতে তপোবনে, নন্দন-নিন্দিত,
কন্দর্প? গন্ধর্ব্ব কিংবা বুঝিতে না পারি!
নবীন বয়স আহা, কি বিরাগে জানি
বৈরাগী! কেন বা অঙ্গে মলিন বসন,
বনবাসী তপস্বীর বেশ? সে সুজন,
নর যদি, জ্ঞান হয় নরেন্দ্র নিশ্চয়!
নিত্যজ্যোতিঃ আদিত্যের প্রসন্ন বদন
মেঘে কি লুকায়? হ'ত কি সুখের দিন,
হেন বনফুল বিধি ফুটাইল যদি
যদি রে ফুটিত ফুল সংসার-ললামে!
অথবা আবার ভাবি দূর সূর্য্য করে
ফুটে নাকি এ সংসারে কম কমলিনী?
একি রঙ্গ? ব্যঙ্গ কর ছি ছি লো তরলে,
ঋষিবরে?—ধীরে ধীরে কহিলা সুন্দরী
ত্রিদিব অপ্সরা-কণ্ঠে। সুখ-কণ্ঠমালা
গাঁথে সখি (শুনিয়াছি মুনি-কন্যামুখে)
রমণী-প্রণয়-সূত্রে সংসারী; সুন্দরি,
আনন্দে নিবাসি বনে তাপস-নন্দন
আজীবন মন্দ বলি নিন্দা করে তারে!
কহিব কি, কেহ কেহ (কহিয়াছে মোরে
তিলোত্তমা) রত্নোত্তমা রামা মনোরমা
হেলায় ঠেলিয়া পায় হয় বনবাসী,

ভস্মরাশি মাখে গায়, খায় ফল মূল,
পিয়ে রস, বাস মাত্র বল্কল কৌপিন !
থাকে কি পিঞ্জরমাঝে কুঞ্জর স্বজনি,
দিবস রজনী যার বন পানে মন ?
ধন্য সে তাপস সখি দেখিয়াছ যারে
রূপবান্ ; এ পরাণ কাঁদে লো সতত
দেখিতে তপস্বীকুলে, দেব-আত্মা তাঁরা।
চল লো স্বজনি যাই জুড়াই জীবন
সে মুখ মঙ্গল-ছবি নিরখি নয়নে !

প্রভাতিল বিভাবরী। প্রভাকর আভা
দাবানল-প্রভা নিভ দূর শৈলেশ্বরে
দেখা দিল পূর্ব্ব ভাগে ডগমগ রাগে।
আহা মরি রত্নগিরি সুমেরুর শিরে
শোভে যেন সারি সারি কনকের চূড়া।

এতক্ষণে নীড় ছাড়ি ডালে আসি পাখী
ঝর্ঝরে ঝাড়িছে পাখা ; মহাসুখে ব'সে
শাখিশাখে শিখী নাচে, নিরখি নিরখি
রবির নবীন ছটা আঁখি বিনোদন।

রাজ অন্তঃপুরে মরি ডাকিল মধুর
শারি শুক পোষাপাখী, পিঞ্জর-রঞ্জন,
কুমারী-কর পালিত। রাজকন্যা সুখে
চন্দন পালঙ্ক পরে পুষ্প উপাধানে
আনন্দে মেলিলা দুটি নলিনী-নয়ন।
চমকি নাগরীকুল (সুখ সহবাসে,

বাসর আবাসে কেহ) স্থাপিল অঞ্চল
শূন্য বক্ষে। চক্ষে হাত, দুর্গাদুর্গা বলি
বিকট তাম্বুল ফেলি উঠে লজ্জাবতী।
পৃষ্ঠে দোলে কৃষ্ণবেণী, ধায় তমালিনী,
গরবে করভগতি! নিতম্বেতে দোলে
প্রফুল্ল কদম্বফুল বেণীমুখে বাঁধা।
দোলে দুটি কুরুবক কর্ণমূল যুগে,
কোমল কপোল প্রান্তে—ম্লান দরশন!
প্রলম্বিত সুচঞ্চল কাঞ্চন-অঞ্চল
সঞ্চালিত পৃষ্ঠদেশে, তাড়িৎ-গমনে
উড়িছে মলয় ভরে, আভায় উজলি
চারিদিক্। আচম্বিতে লাবণ্য ছটায়
চমকে সকল লোক; যায় ইন্দুমুখী,
খল খল হাসি মুখে, রাজ অন্তঃপুরে!
উত্তরিলা তমালিনী চপলা যেমতি,
রাজবালা পদ প্রান্তে। রাজার নন্দিনী
মধুরে কহিলা তবে "সুখী সেই সখি,
আশৈশব সহচরী তোমা সমা যার!
যখন তাপিত মন রাজ অন্তঃপুর
ছাড়ি যায় অবহেলি রাজার ভাণ্ডার,
অমূল্য রতনরাজি, বিধুমুখি, তব
সুখ সম্ভাষণে মাত্র জুড়াই পরাণ!
ত্বরায় চল লো এবে যাই সবে মিলি,
কর সজ্জা, হেরি গিয়া মুনি-তপোবন!"

মাতঙ্গিনী-যূথ যথা কদলী-কাননে,
সুমন্দ হেলনে, মাঝে রাজকন্যা করি,
করে যত সহচরী রথ আরোহণ।
ফুলে ফুলে অঙ্গ সজ্জা; সুকোমল করে
প্রফুল্ল কমল-খেলা! মৃগমদ সহ
সুগন্ধী কস্তুরি-গন্ধে মলয় হিল্লোলে
আমোদিত চারিদিক্। রঙ্গিণী সকল
মনোরঙ্গে করে যাত্রা! আনন্দে বিহ্বল,
খল খল হাসি রাশি মধুর অধরে!
মহানন্দে হুলুধ্বনি পড়িল চৌদিকে,
ইঙ্গিতে চলিল রথ, মনোরথ-গতি।
ঘর্ঘরে ঘুরিল চক্র। দিগঙ্গনাগণ
ধরিল অপূর্ব্ব শোভা! অলকের দাম
তুলিয়া অপ্‌সরা যত শৃঙ্গধর শিরে,
চঞ্চল ভ্রূভঙ্গী স্থির—নেহারে কেবল
স্তব্ধভাবে রথগতি—আহা কি সুন্দর!
তপোবন প্রান্তে রথ চক্ষুর নিমেষে
উতরিল আসি, যেন নব সূর্য্যোদয়
হইল কানন প্রান্তে, উল্লাসে নাচিয়া
আইল হরিণ পাল তার চারি পাশে!
রতন কেতন হেরি উচ্চ চূড়া দেশে
ঝাঁকে ঝাঁকে বসে আসি ষড়্‌জ গায়ক
ময়ুর, প্রমত্ত মন রত্ন বিভা হেরি,
বিস্তারি পুচ্ছের ছটা, চারু দরশন!

নামিলা আনন্দময়ী সখীদল সনে
ভূতলে। অমনি যত মুনি-কন্যাগণ
হুলাহুলি দিয়া আসি সম্ভাষিল সবে!

বসিয়া তপস্বী কত, হেরিলা সুন্দরী,
তরুতলে যোগে মগ্ন, কৈলাস ভূধরে
ধূর্জ্জটীর ধ্যান যথা কঠোর। কোথাও
বিরলে কেহ বা বসি দুর্গম গহ্বরে
শৈলতলে; পালে পালে হিংস্র জন্তু কত
করে পাশে বিচরণ, হর্ষে পার্শ্বদেশে
ঘর্ষে আসি অঙ্গে অঙ্গ কুরঙ্গনিকর
জড় জ্ঞানে, দীর্ঘকায়, মৃতকল্প যেন,
সহস্র বল্মিকপূর্ণ, জটারাশি মাঝে
উড়িছে পতঙ্গপাল, না বহে একটি
নিশ্বাস! বহে না বায়ু ভয়ে সে কন্দরে!

খেলিছে অদূরে কত তপস্বী-কুমার,
শৈশব-মাধুরিপূর্ণ, হাসি হাসি মুখ,
শিরিষ কুসুম সম সুকুমার বেশ,
শিরে বান্ধা পঞ্চ ঝুটি, পৃষ্ঠ দেশে বান্ধা
বল্কল; খেলার দ্রব্য, বহু মূল্য জ্ঞান,
লতাপাতা গুল্মরাজি। বিরাজে যে কত,
দেখিলা রাজনন্দিনী বন-বিহঙ্গিনী,
উড়িছে পড়িছে, কভু বসিছে আসিয়া
নর অঙ্গে মনোরঙ্গে, কহিতে না পারি।

কোথাও কোন বা তরু, হেরি জ্ঞান হয়,
প্রসারি সুদীর্ঘ শাখা উর্দ্ধ শিরে সদা
কঠোর সাধনে রত। শ্যামল লতিকা
কোথাও তপস্বিকুলে করে বিতরণ
অকাতরে মধুফল! ফুল রাশি রাশি
পড়িছে তলায় কত! আসিছে ললনা
যতনে গাঁথিতে মালা, সাধু শত শত
তুলিতে পূজার ফুল নাচিতে নাচিতে
খেলিতে আইল শিশু, দেখিতে দেখিতে
চলিল অঙ্গনাকুল ঋষি-কুল পাশে।
একে একে প্রণমিয়া লভি আশীর্ব্বাদ
ভ্রমিলা সকলে যত তপস্বি-কুটীর,
ঋষি-পত্নীগণে করি সুখসম্ভাষণ
বরষি অমৃত ধারা তুষিলা সকলে!
বৃক্ষচ্যুত ফল কত শ্রীফল বয়ড়া
আমলকী হরীতকী যায় গড়াগড়ী
তলায়, কুড়ায় কভু মুনিপুত্র গণ,
কভু বা চরণাঘাতে, কৃষ্ণসার যবে
করে আসি ছুটাছুটি, চূর্ণ হয়ে যায়।
ঋষি-পত্নী-যত্ন-জাত রামরম্ভা কত
চারিদিকে, শোভে তাহে কিবা স্বর্ণপ্রভা
কদলী! কুরঙ্গপাল ছুটিছে উল্লাসে
হেরি পাশে দ্রাক্ষালতা। উপাদেয় ফল
কত সে কানন মাঝে, কহিতে না পারি!

কতই ডাকিছে পাখী, কত বর্ণ তার
কে বর্ণে! জুড়ায় কর্ণ শুনি দিবানিশি
আমরি কানন ভরা কুহু কুহু ধ্বনি!
আহা মরি, লক্ষ্য করি ধরি সহচরী
রাজ নন্দিনীর করে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে
সুন্দর তাপসে ওই দেখায় সুন্দরী,—
দেখ দেখ সুবদনি স্রোতস্বিনী তীরে,
ধীরে ধীরে ফেরে যথা সারস সারসী
খঞ্জন বলাক-বঁধু ক্রৌঞ্চ সহ সুখে,
নেহারি সুনীল বারি ছুটে উৰ্দ্ধমুখে
তরঙ্গ-তাড়িত তটে তৃষ্ণাতুর যত
কৃষ্ণসার, হৃষ্ট মনে করে আস্ফালন
মীন কত কূলে কূলে, দেখ লো নেহারি
কি মাধুরি হেন তটে রম্য তপোবনে।
পদ্মবনে হৃষ্ট মনে করি বিচরণ
সমীরণ, ধীরে ধীরে উতরিয়া তীরে
আন্দোলিয়া তরুরাজি, চুম্বিয়া আনন্দে
ফুলকুল, দেখদেখি দেব-অঙ্গ সম
ওই যে সাধুর অঙ্গে করিছে ব্যজন,
কেমন জুড়ায় অঙ্গ শীতল বাতাসে।
ও ললাটে স্বেদবিন্দু হেরি ইন্দু-মুখি,
কার না বিদরে হিয়া, কাঁদে না পরাণ?
চল চল চন্দ্রাননে পশি ও কাননে
জুড়াই নয়ন! আহা, নিলোৎপল নিভ

নিমীলিত ও নয়ন বারেকের তরে
হ'ত যদি উন্মীলিত, দেখ ভাগ্যবতি,
পথ ছাড়ি মৃগপাল পলাইত দূরে,
নয়ন ভরিয়া মোরা হেরিতাম গিয়া!
লতাকুঞ্জ অন্তরালে পিয়ালের মূলে,
সাবধানে খেদাইয়া শশকের পাল
নব-দূর্ব্বাদল লোভী, রাজার নন্দিনী
দাঁড়াইয়া সখী সনে, হেরিলা অদূরে
ভুবন-মোহনরূপ, প্রশান্ত ললাটে
মধ্যাহ্ন তপন তেজ; তমোরাশি নাশি
প্রদীপ্ত করিছে বন যৌবনের বিভা।
আলিঙ্গিয়া তরুবরে মলয়ের ভরে
ব্রততী বিনম্রমুখী, সম্ভাষয়ে যথা
বল্লভেরে সুধাস্বনে, দোলাইয়া শির
আন্দোলি পল্লবকর, সানন্দ অন্তরে
মধুস্বরে বিধুমুখী সুধাইলা এবে
যোগীবরে, যোগে মগ্ন বিজন বিপিনে—
কি যোগে যোগীন্দ্র আজ বিজন জঙ্গলে
মগ্ন দেব? কি বিরাগে বৈরাগী অকালে?
বিজ্ঞ তুমি, দেখ দেব, যে বর বিটপী
সুখের সংসার ত্যজি নিত্য বনবাসী,
যোগীসাজে অহরহঃ, সেও মনকথা
সুস্বনে আন্দোলি শাখা বন-লতিকারে
কহে নিরজনে তিতি শিশিরাশ্রু নীরে;

ও তব মনের কথা, কি কথা না জানি?
কি কথা কহ তা মোরে দাসী মনে করি!
কি আর তোমায় কব—যেরূপ সংসারে
আধারানুরূপ বারি, নারীকুল দেব
তেমতি। ত্যজিয়া দেশ ত্যজি রাজ্যসুখ,
সুখময়, ইচ্ছা হয়, হয় যদি তব
অনুমতি, সদাগতি ইচ্ছে তব সনে
এ দাসী; ভ্রমিতে সাধ, বড় সাধ মনে,
তব সনে বনে বনে। কাননে কাননে
দুজনে দেখিব দেব, আঁখিদ্বয় যথা
অবিরোধী নিরবধি বিধির বিধানে
মানব ললাট পটে, কাননের শোভা
মনোলোভা, পদ্মবন নদী নির্ঝরিণী
ফলফুল বনরত্ন, বনজন্তু কত,
মাতঙ্গ কুরঙ্গ-রঙ্গ বিহঙ্গ নিকর!
বল্কল বান্ধিব অঙ্গে, নিত্য নিত্য উঠি
নিশান্তে, বসন্ত বাস নিত্য এ কাননে,
ফুল সাজি করে করি তুলিব কুসুম
বনে বনে, ও চরণে দিব পুষ্পাঞ্জলি
প্রতি দিন, প্রীতি দানে তুষ' গুণমণি।
এত বলি সুলোচনা নিরবিলা যদি,
ধরিল মধুর গান ধীরে তমালিনী।
হিমাদ্রির শিরে বসি বিদ্যাধরী বালা
গায় যথা প্রেমগান, সুরের লহরী

বিমোহিল বনস্থলী, পূর্ণ অলিকুলে।
অমনি তাপস-কুল কুটির প্রাঙ্গণে
ফুটিল বকুল-ফুল ; ফুলকুল মাঝে
গুন্ গুন্ রব ছাড়ি লুকাইল মুখ
ভৃঙ্গ বঁধু ; নিরবিল বসন্ত সমীর
ক্ষণ কাল ; প্রতিবিম্ব প্রতি তরু মূলে
দাঁড়াইল স্তব্ধ ভাবে শুনিতে সঙ্গীত
সুধাময়,—শুনিবারে রাজার আলয়ে
নাট্যশালে নৃত্য গীত, লোকারণ্য যথা !
দূর হ'তে করিযূথ শুনিয়া সঙ্গীত
দাঁড়াল কদলীবনে ; আইল ছুটিয়া
দূরবন ছাড়ি কত উর্দ্ধকর্ণ করি
হরিণ, হরষে শির তুলিল অমনি
দোলাইয়া ফণিকুল, বিহ্বল সঙ্গীতে,
লক্‌লকি বিষ-জিহ্বা, ভস্মরাশি মাথা
যোগিকুল জটাজূট সানন্দে আন্দোলি,
ভাঙ্গিয়া বল্মীক বাসা—শম্ভুশিরে যথা
হেলে দোলে কালফণী জটার মাঝারে,
জগন্ময়ী জাহ্নবীর কুল কুল গানে !
ভাসায়ে বিপিনরাজি বহিল সঙ্গীত
কামিনী কোমল কণ্ঠে ; গিরি-গুহা ছাড়ি
ভুজঙ্গ মাতঙ্গ সিংহ বরাহ কুরঙ্গ
স্তব্ধভাবে কর্ণপাতি দাঁড়াইল সবে,
মরি যথা মন্দাকিনী-তরঙ্গ নিকর

দাঁড়ায় অচল ভাবে, অনঙ্গ-মোহিনী
গায় যবে প্রেমগান মোহিতে অনঙ্গে
দেবেন্দ্র মন্দার বনে! নীরব ধরণী,
মধুরে মধুর তান উঠিল বিমানে।
দাঁড়াইলা ঋষিবালা ফুলডালা করে;
দাঁড়াইল দূরে পান্থ; কোষাকোষী করে
নিরবিল মন্ত্রপাঠ জাহ্নবীর জলে
যোগী যত; ঘোর বনে চমকি অমনি
ভাঙ্গিল মুনির ধ্যান! কহে সত্যবান—
তপোবন দরশনে মর্ত্ত্যভূমে বুঝি
পরিহরি সুরেশ্বরী পুরন্দর পুরী,
দেব-কন্যাগণ সনে অবতীর্ণা আজ
এ কাননে? ও মাধুরি নেহারি নয়নে
বিস্ময় মানিল মন; পূর্ণ বনস্থলী
স্বর্গীয় সৌরভে যেন! আইল কি ছলে
গন্ধর্ব্ব কিন্নর কন্যা, রূপের কুহকে
টলাতে মুনির মন? এ হেন সঙ্গীত
কোথায় শুনিনু আহা? এখনো শ্রবণ
শুনিছে সে গীত-ধ্বনি চিত্ত-বিনোদিনী।
কি কুহকে কুহকিনী, না জানি বারতা,
যোগে মগ্ন যোগিকুল, কি কুহকে তুই
পশিলি নির্ভয়ে আসি ঋষি-তপোবনে
মায়াবিনি? কহ কিংবা বিম্বাধরে তুমি,
ও যদি সুরবালা, অপ্সরী কিন্নরী,

কিংবা লক্ষপতি যক্ষ-রক্ষ সহচরী ?
কহ শীঘ্র কোথা ধাম ? কি নামে বিদিত ?
কি কারণে তপোবনে ? কেন বা আইলা,
কি মানসে ষোড়শিনি ঋষিকুল পাশে ?
যোগে মগ্ন যোগী যত, জানিলে তাঁহারা,
মরামর যক্ষ রক্ষ লক্ষপতি যেই,
মুহূর্ত্তে হইবে ভস্ম তপস্বীর শাপে।
নহি মোরা বিদ্যাধরী অপ্সরী কিন্নরী
যক্ষ রক্ষ লক্ষপতি, ক্ষম ক্ষমাশীল।
কর যোড়ে সহচরী কহিলা বিনয়ে
মধুস্বরে,—দেখ দেব না জানি কুহক,
সহজে সরলা মোরা নহি মায়াবিনী।
ইচ্ছ যদি, বিবরণ শুন তপোধন
দাসী মুখে, দাসী মোরা ঋষি-পদাম্বুজে।
ধূর্জটীর ধ্যান কথা শুনেছি পুরাণে
ধীরবর, শুনিয়াছি সে বৈরাগ্য কথা
জটাজূট ভস্ম ভূষা, বাঘাম্বরবদ্ধ
কটিতট, ভূতনাথ বিভব বিরাগী ;
শুনিয়াছি রূপবান্ এ তিন ভুবনে
পার্ব্বতী অঞ্চল নিধি শূর কার্ত্তিকেয়
মদনমোহন বেশ, নৃত্য করে পাশে
ষড়জ গায়ক শিখী,—কিন্তু নাহি শুনি
ষড়ানন ধ্যানে মগ্ন ব্যোমকেশ বেশে !
মণ্ড শূল হাড় মালা কোথা শূলপাণি ?

কোথা শিখী কহ কিংবা ? কি বিরাগে জানি
এ বেশে বিপিন বাস, কহ ইচ্ছাময় !
শুনিয়াছি সুরবনে পর মর্ম্মভেদী
খরতর ফুল-শর রতিপতি করে ;
হে সুরথী, এ কাননে দেখা দিলা যদি,
কোথা রথ মীনধ্বজ ? কোথা ফুল-ধনু ?
কোথা পতিপ্রাণা রতি অভিন্ন-হৃদয়া
কণ্ঠাশ্লেষ-প্রণয়িনী ? কহ এ দাসীরে।
নাহি জানি কোথায় বাস, নিন্দ অবলায়
কি কুহকে ? ক্ষমাশীল, কি কুহকে আসি
পশিলা সাধুর বেশে গহন কাননে ?
সহজে অবলা মোরা, কহ দয়া করি।
দেখিলা সাবিত্রী তবে করি নিরীক্ষণ
বহুক্ষণ সত্যবানে। ক্রমে নিরখিলা,
সে অঙ্গে জুড়াতে অঙ্গ আতঙ্কেতে আসি
রুদ্রতেজ-ভস্মীভূত অনঙ্গ আপনি
লয়েছে আশ্রয় আহা ! শুদ্ধ প্রেমময়,
প্রেমাবেশে রসরঙ্গ অপাঙ্গের কোলে।
অজীন রয়েছে পড়ি পার্শ্ব দেশে, যেন
কুরঙ্গ ত্যজিল অঙ্গ আঁখি ভঙ্গিমায় !
সর্ব্বদাই প্রেম-মন্ত্র জপে কর-মূলে !
মূর্চ্ছান্বিতা রাজবালা নিরখি সে রূপ।
কতক্ষণে মূর্চ্ছা ভাঙ্গি সান্ত্বনিল তায়
সখীকুল, ধীরে ধীরে লভিল জীবন

দেহ-লতা রম্য বনে, সুরবনে মরি
জীবে যথা স্বর্ণ-লতা, মন্দাকিনী-বারি
সিঞ্চে যবে সযতনে বিদ্যাধরী বালা।
গেল দিন, এল সন্ধ্যা, বেলা অবসান,
হের গো আসিছে ওই ঋষি-কুলবালা
মুনি-পত্নীগণ সনে প্রবাহিনী-কুলে,
ঋষি-কুল সায়াহ্নের সন্ধ্যা সমাপনে,
করে করি কমণ্ডলু, কেহ কোষাকোষী,
খড়্গি-খড়্গা-বিনির্ম্মিত! রাজহংস ওই
বিচ্ছিন্ন মৃণাল আঁশ ঝোলে চঞ্চুপুটে,
পদ্মবন পরিহরি ফিরিছে কেমন!
চল আজ গৃহে যাই, আসিব আবার।—
এত বলি ধীরে ধীরে রথের উপরে
তুলি রাজনন্দিনীরে, আনন্দের ধ্বনি
করিল রজনী-যোগে নিতম্বিনীকুল,
খল্ খল্ হাসি রাশি বিকাশি কাননে।

বর্দ্ধমান রাজকলেজে গীতা শিক্ষাদিবার প্রার্থনা।

প্রভাতিল বিভাবরী, শ্রীহরি স্মরণ করি,
রাজন্, আনন্দে উঠি দেখ একবার—
ত্রিদিব দুহিতা উষা, করি দিব্য বেশ ভূষা,
খুলিতেছে স্বরগের সুবর্ণের দ্বার!

রাজ্যের রক্ষক তুমি, ব্রাহ্মণ কুমার আমি,
দূর হ'তে আসিয়াছি আশীর্ব্বাদ দিতে,
কর পদ্মে নরনাথ, ধর করি প্রণিপাত—
আছে রীতি শিরপাতি আশীর্ব্বাদ নিতে।
রত্ন মণি বিনিন্দিতা, শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা—
কৃষ্ণ বাক্য, বলেছেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন,
সেই গ্রন্থ এক খানি, আনিয়াছি নরমণি,
তোমার শ্রীকরপদ্মে করিতে অর্পণ।
রাজন্ এ অবনীতে অর্জ্জুনের ধমনীতে
কুরুক্ষেত্রে যে শোণিত ছিল প্রবাহিত,
সে শোণিত, হায় হায়! নাহি এই বাঙ্গালায়,
তোমার শিরায় সেই রক্ত বিরাজিত!
"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য, মামেকং শরণং ব্রজ।"
অর্জ্জুনেরে বলেছেন নিজে নারায়ণ,
সেই রাজনীতি ধর্ম্ম, অন্যে কি বুঝিবে মর্ম্ম?
তাই তাহা তব করে করি সমর্পণ।
গীতার 'মাহাত্ম্যে" তিনি বলেছেন, নরমণি,—
"গীতা মে হৃদয়ং পার্থ, গীতা মে পরমা গতিঃ!"
তাই তব করে ধরি, আমরা মিনতি করি,—
মহাযত্নে গীতা রত্নে রাখ মহামতি।
যাবৎ গগনে, শশাঙ্ক তপনে, দেখিবে নয়নে, মানব চয়,
তাবৎ জগতে, বিদ্যাদান দিতে, রবে বর্দ্ধমানে রাজবিদ্যালয়!
ছাত্রে নাহি দীক্ষা, অসম্পূর্ণ শিক্ষা, ধর্ম্ম নীতি-রক্ষা, কিরূপে হবে?
শুন মহামতি, গীতা ধর্ম্মনীতি, শিখাও সংপ্রতি, বালক সবে।

রাজন্ তোমার দায়িত্ব অপার, "ধর্ম্ম অবতার" ধরেছ নাম,
গুরুপদ লও, শিক্ষা গুরু হও, ধর্ম্ম শিক্ষা দাও, থাকুক নাম।
কল্পনা ত নয়—রাজ বিদ্যালয়, ধর্ম্মের আলয়, যখন হবে,
গীতা হাতে করি, তোমাকেই ঘেরি, গ বে "জয় জয়!" যুবক সবে।
স্মরি কৃষ্ণনাম, উঠ গুণধাম, হইও না বাম—বিষম কাল!
গেল বঙ্গদেশ! কিবা হবে শেষ!—পাদ্রি পেতেছে বিষম জাল!
"হিন্দু ছাত্র" গেছে, নাম মাত্র আছে! সহরে যাদের দেখিতে পাই,
ধর্ম্ম হীন তারা, প্রায় দিশাহারা, ঘোরে যেন কারো মা-বাপ নাই!
কৃষ্ণ নাম স্মরি, বীরেন্দ্র কেশরী, উঠ একবার, দেখিব আমি,
সুবর্ণ উষ্ণীষ, বামেতে হেলায়ে, কটি-বন্ধ আঁটি দাঁড়াও তুমি!
কোষ-বদ্ধ অসি, দোলাইয়া পার্শ্বে, অশ্বরশ্মি ধর, একটি করে,
আর করে ধর, ভগবদ্গীতা, মুখে "কৃষ্ণ নাম" গাও উচ্চ স্বরে!
ভুবন বিজয়ী, নেপোলিয়ানের, রয়েছে বিখ্যাত, একটি কথা,
"বাইবেল্ সাথে, তরবারি হাতে, হইব বিজয়ী, যাইব যথা!"
তুমিও তেমতি, উঠ মহামতি, রাজ ধর্ম্ম নীতি, পালন কর—
"দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন" গীতার আশ্রয়ে, ত্রিতাপ হর!
রক্ষ হে নরেশ, রক্ষ বঙ্গদেশ! গীতা ধর্ম্ম নীতি শিখাও ভবে,—
এ সংসার রণে, রিপুগণ সনে, সমর করুক যুবক সবে।

শ্রীশ্রীবিজয়-চাঁদের রাজ্যাভিষেক।

(তরলিকা ও অম্বালিকা, বিমান চারিণীদ্বয়ের কথোপকথন)

অম্বালিকা:—সখি রে,
চন্দ্রলোক হ'তে রথে, আশুগতি-গতি রে,—
ত্রিদিবের পথে,

লঙ্ঘি তপোবন গিরি, বিমান বিদারি রে
মনোরথ-রথে,
চলিনু সে দিন আমি ঊর্দ্ধ হতে ঊর্দ্ধে রে,
মহীতল-মায়া ছায়া পদ তলে ফেলিয়ে,
ভব তলে ভাবি কর্ম্ম মানবে যা ভাবে রে,
মহাকাশে ছায়া ভাসে, হাসি তাই হেরিয়ে।
মানব-মানস পটে কত ফুল ফোটে রে,—
মধু লোটে কারা?
দেব ভাবে ফোটে যদি মধু লোটে তারা রে,
ব্যোম-চারী যারা!
বর্ষ পরে দেবগণ সিংহাসন দিবে রে
শ্রীমান্ বিজয় চাঁদ, মহাতাব্ ধীমানে,—
সর্ব্ব-মঙ্গলার ঘরে পড়িতেছে ছায়া রে,
হেরি তার সূক্ষ্ম ছায়া সূক্ষ্মতম বিমানে।
দূরতার দূর দিয়া ঊর্দ্ধতার ঊর্দ্ধে রে,
ভ্রমিতে ছিলাম,
ঘৃতাহুতি-গন্ধ সহ দেব ধ্বনি-শিখা রে
দেখিতে পেলাম!
সেই জ্যোতি শিখা ধরি বিদ্যুতের গতি রে,
ঊর্দ্ধ হতে অধঃ আসি হিমাচলে বসিয়ে,
বর্দ্ধমানেশ্বর-ছায়া নিরখি গাঁথিনু রে,
"চন্দ্রচূড় চূড়া" এক চন্দ্রকর ধরিয়ে!
গাঁথিতে গাঁথিতে চূড়া চিত্তপটে হেরি রে,
ভবিতব্যতায়!

শোভিতেছে বৰ্দ্ধমান শ্যাম বঙ্গাকাশে রে,
শশাঙ্ক প্রভায়!
সর্ব্বাগ্রে নিরখি সখি রাজপুরি পার্শ্বে রে
সর্ব্ব-মঙ্গলায় আর মহেশ্বর ঈশানে,
লক্ষ্মী-নারায়ণ জাগে পুর দ্বার ভাগে রে,
পবিত্রতা জাগে যথা আমাদের বিমানে!
দেখি বৰ্দ্ধমানে গিয়া একাকিনী আমি রে,
তোমা ধনে ফেলি!
বিজয়-চাঁদেরে সবে রাজ্যপাট দেয় রে,
আর্য্যগণ মিলি!
সূর্য্যবংশ অবতংস নব নরবর রে,
বর্দ্ধমান রাজকুলে যোড়শ সে নৃপতি!
নব রাজ্য অভিষেক দেখিলাম গিয়ে রে,
করিয়াছে লোকারণ্য বাল বৃদ্ধ যুবতী।
রাজপথ ধারে ধারে তরুলতা শোভা করে,
যতদূর যাই,
রতন কেতনে তার চারিধার ঘেরা রে,
দেখিবারে পাই!
শ্বেত নীল পীত বর্ণ কুসুমের হার রে,
গলে গলে, দলে দলে, থরে থরে শোভিছে!
খচিত কাঞ্চন মণি রমণী অঞ্চল রে,
শত শত সৌধ শিরে সমীরণে উড়িছে!
তরলিকা :—সখি রে,
রাজাদের, উৎসব অনেক,—

দেখিয়াছি ধরাতলে, হয়েছে যতেক !
সে বড় হাসির কথা, কি কহিব সখি রে,
বিমান বাসীরা হাসে, হেরিলে বারেক !
ধরণীর,—ধনী মানী গণ,
রূপ মান লাগি ক্ষয় করে ধন মন !
পোড়া রূপ মান লাগি হয় তারা সর্ব্বত্যাগী,
অভিমানে, বিমানে না করে নিরীক্ষণ।
মৃন্ময়,—কণ্ঠে রাখে গাঁথি,
মৃন্ময় হীরা মণি, মুকুতার পাঁতি !
রূপে মানে মত্ত হায় মহত্ত্বের পরিচয়
গোটা কত মৃন্ময় ঘোড়া আর হাতী !
উল্লাসে,—উৎসবে সবে ধায়,
"ধনাৎ ধর্ম্ম" হেন ধন, বিফলে উড়ায় !
অনলের খেলা দিয়া গগন ছাইয়া রে,
কত স্ফূর্ত্তি ! রাখে কীর্ত্তি, পাগলের প্রায় !
অম্বালিকা :—সখি রে,
ছিছি ছিছি ! হেন কথা, মুখাগ্রে তুল না রে, বর্দ্ধমান-পতি !
দেবোপম নৃপবর, দোবর অন্তর রে, দেবোপম গতি !
হীরা মতি মুক্তা পাঁতি অঙ্গে অঙ্গে গাঁথি রে,
যাচে কি সে রূপ মান ধন রাশি ছড়ায়ে ?
ব্যভিচারিণীর ন্যায় মৃদু মন্দ জ্যোছনায়
রাজ পথ ধারে আসি থাকে কি সে দাঁড়ায়ে ?
রামনারায়ণাচার্য্য আর্য্যকুলমণি রে, বীর্য্যবান্ অতি !
ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেন, ঐশ্বর্য্যের মাঝে রে, সেই মহামতি !

গুরুর গুরুত্ব যাহা, তাঁহাতেই আছে তাহা,
মহাপুরুষের ন্যায়. যোগীশ্বর যেমতি !
পরহিত ব্রতে রত প্রসন্ন বদন রে,
রাজার রক্ষক আর শিক্ষক সে সুমতি।
শোন্ সখি মন দিয়া সে পবিত্র কথা রে, দেখিলাম যত—
শ্যাম-সরোবর ধারে কি বিচিত্র লীলা রে, কহিব তা কত !
কি পবিত্র সরোবর, পবিত্র পুলিন রে !
যমুনা-পুলিনে যেন নব মেঘ-মালিকা,—
শত শত তরু লতা সারি সারি গাঁথা তথা
নাচে মূলে বাহু তুলে ফুল্ল বাল-বালিকা !
রাখাল কাঙ্গাল অন্ধ, কত যে দেখিনু রে, শত শত শত !
অঞ্জলি পূরিয়া অন্ন, পরমান্ন পুরী রে, পায় অবিরত !
নব বস্ত্র ভারে ভারে আনি আনি অকাতরে
দীন দুঃখী নারী নরে দুই করে বিতরে !
'জয় শ্রীবিজয় চাঁদ' উঠিয়াছে ধ্বনিরে—
কত শত দেব-ছায়া সেই স্থানে বিহরে !
ঈশানে ঈশানেশ্বর, মহেশ-মন্দির রে, অপূর্ব্ব দর্শন !
স্তবস্তুতি বেদ মন্ত্র, শত সাধু মিলি রে, করে উচ্চারণ !
আশ্চর্য্য কি কব সখি, কত যোগী ঋষি দেখি,
উদাসী পরম হংস বসি সেথা আসনে !
তার মাঝে সূক্ষ্ম কায়া, দেখিলাম দেব-ছায়া,
কৃতার্থ করিতে ভূপে এসে'ছন গোপনে !
হেন আর দেখি নাই, অন্য কোন স্থানে রে, দেব বিচরণ !
বিমানে সপ্তম স্তরে জ্যোতিঃ তার হেরি রে, ফিরিনু যখন !

করিবারে রাজেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ রে,
আসেন ঈশানেশ্বরে কত সাধু গোপনে !
কৃতার্থ হইনু সখি, ঈশানের স্থান দেখি,
রাজার অন্তর-লক্ষ্য পড়িয়াছে সেখানে !
রাজধানী-অগ্নিকোণে, দেখিলাম সখি রে, সর্ব্ব-মঙ্গলায় !
নৈঋতে রাধা-বল্লভ, অন্ন-পূর্ণা হেরি রে, কত দেবতায় !
বায়ু কোণে দৃষ্ট হয় কত শত শিবালয় !
হেরি রম্য সরোবর উপবন কাননে !
'রমণার বন' আর নন্দন-কানন রে,
অদূরে গোলাপ-বাগ, পশু-শালা যেথানে !
সিন্দূরে মাজিয়া রাখে, রাজপথ গুলি রে, ধারে ধারে তার,
সারি সারি শোভিতেছে, অশোক বকুল রে, কুসুম-আগার !
শ্যামাঙ্গিনী সন্ধ্যা সাথে সে নির্জ্জন পথে পথে,
ভ্রমিছে ভাবুক কত উপবন কাননে,
প্রেমিক প্রেমিকা মিলে প্রান্তে ঘোরে মন খুলে,
সন্ধ্যার অঞ্চল তলে আবরিয়া আননে !
কৃষ্ণ-সরোবর সখি, সেথানে হেরিনু রে, হ্রদের আকার !
চারি ধার শোভে তার, রম্য তরু লতা রে, কুসুম সম্ভার !
নির্জ্জন সে পথ গুলি নাই সেথা ধূলি বালি,
সুশ্যামল দূর্ব্বাদল দল মল দুলিছে !
দেবতা-বাঞ্ছিত স্থান নিরখি জুড়ায় প্রাণ !
বিমান-চারিণী আমি, মোর প্রাণ টানিছে !
মানসে মানস-সরে, স্মরি সখি দেখরে, কৃষ্ণ-সর তাই।
গিরি সম তীর ভূমে, বন উপবন রে, তুল্য তার নাই !

শত অলি, শত পাখী পথিকেরে ডাকি ডাকি
পত্র পুষ্প মাঝে থাকি, করিতেছে আরতি !
কত যোগী ধীরে ধীরে, ফিরিতেছে তীরে তীরে
মানস-সরের ধারে তপস্বীরা যেমতি ।
রমণীর নিশি-পথ, তার প্রান্তে প্রান্তে রে, রমণীয় অতি,
সমীরণ সেবি করে, যামিনী যাপন রে, যুবক যুবতী ।
প্রিয় সনে প্রিয়া আসি, তুলি ফুল্ল ফুল রাশি
পুষ্প তটে বাঁধা ঘাটে মালা গাঁথে দু'জনে,
অনঙ্গের সঙ্গে যেন বরাঙ্গনা রতি রে,
মন্দাকিনী-তীরে বসি মন্দারের কাননে !
কৃষ্ণ-সর হতে সখি, বায়ু কোণে দেখি রে, নভঃস্থলে আভা !
অষ্টোত্তর শত শিখা, উঠেছে গগনে রে, দেব মনোলোভা !
নীরব নিশীথ কালে তেজস্বী তপস্বী রে,
অষ্টোত্তর শত মালা জপে যবে বিরলে,
পর-ব্যোমে তার ভাতি অষ্টোত্তর শত জ্যোতিঃ
পড়ে যথা, হেরি মোরা ব্যোমচারী সকলে—
কাদম্বিনী মাঝে যথা, সৌদামিনী গতি রে, সেই গতি নিয়া,
অষ্টোত্তর শত গাঁথা মহেশ-মন্দির রে, হেরি তথা গিয়া !
প্রান্তরে সে দেব-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে রে,
দেব অংশে জন্মি কোন সূর্য্য-বংশ নৃপতি !
বর্দ্ধমান-রাজ বংশ ধরাতলে ধন্য রে,—
ধন্য তারা পূজে যারা দেব-দ্বিজ অতিথি !

তরলিকা :—

রাজপুরী মাঝে বল, সখি রে কি, বিরাজে ?

অভিষেক রম্যস্থান হরিল কি তোর প্রাণ,
কেমন দেখিলি সখি, মহারাজ ধীরাজে ?

অম্বালিকা ঃ—

বিপিনের পথ ছাড়ি, বিপণির পথে রে, চলিনু যখন,
সম্মুখেই সহচরি, রাজপুরী হেরি রে, দেবেন্দ্র ভবন!
স্বর্গীয় সৌরভ ঢালি আমোদিয়া পুরী রে
সংগোপনে সিংহদ্বারে পশি দেখি স্বজনি,
ফিরিতেছে শান্ত্রী দল প্রহরে প্রহরে রে,
অবিরাম জন-স্রোত বহে দিবা রজনী!
রাজা মহারাজ কত, সাজিয়া এসেছে রে, মিটাইতে সথ!
অনেকেই তার মাঝে, পরিয়ে হীরক রে, হংস মধ্যে বক!
করিযূথ বাজি-রাজি- পৃষ্ঠোপরি সাজি রে,
দেখাতে এসেছে তারা হীরা মণি, স্বজনি,
নব ভূপ সমাদর করেন তাদের রে,
শূন্য-গোলা তোপগুলা ছাড়ি দিবা যামিনী!
অভিষেক স্থানে গিয়া, জুড়াইল হিয়া রে, অপূর্ব্ব দর্শন!
স্বর্ণ সিংহাসনে বসি, নব নৃপবর রে, দেবেন্দ্র যেমন!
দুই পার্শ্বে বসি যত রাজ-কুল-মণি রে,
সূর্য্যবংশ চন্দ্রবংশ অবতংশ যাহারা!
অভিষেক-যজ্ঞভূমি- সম্মুখেতে দেখি রে—
বল্ দেখি প্রাণ-সখি, সেথা বসি কাহারা ?
যাইনু যে দিন সখি, তুমি আর আমি রে,, চন্দ্রলোক-পথে,
অশরীরী ঋষি এক, আসিতে ছিলেন রে, মনোরথ-রথে ;

তাঁর মুখে যাহাদের শুনেছিলি নাম রে,
সে সব তপস্বী ঋষি—সুপণ্ডিত সকলে
দেখিনু সেখানে সখি, বেদ মন্ত্র পড়ি রে
বাহু তুলি করিতেছে আশীর্ব্বাদ ভূপালে!
তন্ত্র মন্ত্র বেদ বিধি, বিমান বিদারি রে, শত কণ্ঠে পাঠ!
প্রবেশে তাপস শত, সুকৃতির বশে রে, রোধ করি বাট!
মধ্যে স্থিত হোমকুণ্ড, চৌদিকে স্থাপিত রে
আগ্রহে বিগ্রহ যত রাজ-পুরে পূজিত।
হোম-কুণ্ডে ঘৃত ঢালে, যোগী ঋষি যতি রে,
স্বর্গীয় সৌরভ সেথা সমীরণে বাহিত!
চলেছে অপ্সরাকুল, সুরেন্দ্র-আবাসে লো—খল খল হাসি,
নিম্ন ব্যোমে আছি মোরা, হেথা হ'তে চল লো, দেখিবে কে আসি!
রাজার রূপের কথা যেতে যেতে বলি রে,
চিদানন্দ-বৃন্দাবনে গিয়ে গাঁথি মালিকা;
ওই দেখ্ কত শত, উড়িয়া আসিছে রে,
নৃত্যপরা বিম্বাধরা বিদ্যাধরী বালিকা।
মন্ দিয়ে শোন্ সখি, দেখিলাম যাহা রে, অপরূপ রূপ!
স্বর্ণ-সিংহাসনে বসি, সুরেন্দ্রের সম রে, বর্দ্ধমান-ভূপ।
ভূপের রূপের কথা কি কব? শশাঙ্ক কোথা!
সবিতা নিশিতে বৃথা লুকান লজ্জায় রে;
দেবতা ত্রিদিব-চ্যুত!— সেও নহে মনঃপূত
আশ্বিনে অম্বিকা-সুত যাইতে না চায় রে।
মূর্ত্তিমতী পুণ্যজ্যোতিঃ, নৃত্য করে ধরি রে, নলিনী-নয়ন;
সৃষ্টি অতিক্রমি দৃষ্টি, অনন্তের পানে রে, প্রশান্ত বদন।

দেহ, কল্প তরু যথা ; তাহে নাচে পবিত্রতা,
অহমিকা-তুষ্টা লতা পদ-বিদলিতা রে,
বিজয়-শ্রী বর্দ্ধমানে, রূপে গুণে যশে মানে,
মিথিলার সিংহাসনে মৈথিলীর পিতা রে !
নিরখিয়া নর বরে, দেব অংশ জানি রে, অলক্ষ্যে তখন
অন্তরীক্ষ হতে সখি, দিনু তার শিরে রে, অমূল্য রতন !
চন্দ্র-চূড়-চূড়া যথা সাজান যতনে রে
বিজয়া জয়ার সনে ত্রিনয়না আবেশে,
চন্দ্র-চূড়-চূড়া দিনু বিজয়ের শিরে রে,
সর্ব্বমঙ্গলার আর ঈশানের আদেশে !

তরলিকা :—

কেহ কি, দেখেনি তোরে, রাজ-পুরে স্বজনি ?
বিমানচারিণীগণে কেহ কেহ দেখে ধ্যানে
সহসা মানস-পটে,—মেঘে যেন দামিনী !

অম্বালিকা :—

ব্রাহ্মণ-কুমার এক, ধ্যান-মগ্ন ছিল রে, হইয়া নির্ব্বাত !
সে চিত্ত-দর্পণে হল, এ চিত্ত-পটের রে, প্রতিবিম্ব পাত !
আনন্দ-আশ্রম প্রান্তে তপোবন মাঝে রে
মোক্ষ পথে লক্ষ্য দিয়ে বসেছিল কি ক্ষণে !
জড়-জ্ঞানী বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাহীন হয়ে রে,
অন্তরীক্ষ-বক্ষ যথা দেখে দূর-বীক্ষণে।
সে যদি না দেয় বলে, লোকালয় মাঝে লো, কে বলিবে আর ?
কৃষ্ণ-প্রিয়াদের গতি, কৃষ্ণ-প্রাণা বিনা লো, জানে সাধ্য কার ?

বৃন্দাবনে সহচরি চল গিয়ে সেবা করি
গোবিন্দের পাদ-পদ্ম উচ্চতম বিমানে,
প্রাণেশের পদ সেবি করিব লো দীর্ঘ-জীবী
শ্রীমান্ বিজয়-চাঁদ মহাতাব্ ধীমানে!

বর্দ্ধমান টাউন্ হলে "বিদ্যাসাগর দাতব্যসমিতির" প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার গঙ্গানারায়ণ মিত্রের চিত্র উন্মোচন।

পরদুখে দুখী যারা জগতে দেবতা তারা!
যেই জন ধন মন দিয়াছে দুঃখীর তরে,
সে ভাগ্য সামান্য নয়! ওই তার পরিচয়,
গঙ্গা-নারায়ণ-চিত্র উঠেছে রাজেন্দ্র-করে;
অনাথা বিধবা গণ সে ঈশ্বর চন্দ্র ধন
পেয়েছিল করতলে, সে চন্দ্রের নাহি তুল;
চন্দ্র গেলে এই চিত্র গঙ্গানারায়ণ মিত্র
দুখিনী হৃদয়-সরে ফুটেছিল পদ্মফুল!
সে বিদ্যা সাগর ছবি দয়ার প্রভাত রবি!
হেরি গঙ্গা-নারায়ণ ফুটেছিল শতদল!
সমুদ্রেতে দ্রুত গতি যান যেন ভাগীরথী,
সাগরাভিমুখে গঙ্গা ছুটেছিল নিরমল!
আজ সুপ্রভাত নিশি, এস বর্দ্ধমানবাসী,
মহত্ত্বের সমাদরে মহত্ত্বেরি পরিচয়;
রাজাধিরাজের করে, যেই চিত্র শোভা করে,
পুষ্পমাল্য দিয়া তারে গাই তাঁর জয় জয়!

বাউরি-পাড়া।

ধনের গর্ব্বে মর্‌চে নর— গোবিন্দের পায় চাইনু বর,
"দুখে দিন যায়, দিন আনে খায়" তাদেরি পাড়ায় বাঁধব ঘর।
তাইতে পাতার কুটীর বেড়া, আমার বাড়ী বাউরি-পাড়া!

যাও যদি কেউ দেখবে বাড়ী, নব্য সভ্য পল্লী ছাড়ি,
দুখী আশে পাশে, খেটে খুটে আসে, মাথায় ময়লা কয়লা ঝুড়ি।
সন্ধ্যা বেলায় দিচ্চে সাড়া— ওই আমাদের বাউরি-পাড়া!

আপাদ মস্তক ঘর্ম্ম ঝরে, বাউরি এল দিনটা ঘুরে,
বিলাসিতা ছুঁয়ে, দেহ মন ধুয়ে, "পায়রা-পুকুর" "ফুল-পুকুরে"!
ধনমান-পাপ—স্মৃষ্টি ছাড়া ওই আমাদের বাউরি-পাড়া!

মেয়েরা এসে সাম্‌নে জোটে, ছেলে বৌ পানে মিন্‌সে ছোটে,
দেহমন খোলা ডালে ছেলে দোলা, ভালবাসা,সাঁজের বেলা ফোটে!
নাচ্‌চে বাজচে মাদল কাড়া; ওই আমাদের বাউরি-পাড়া!

সাঁজের পরেই নিবায় বাতি, প্রেম-ঝগড়া তামাম্‌ রাতি,
বামা নিরুপমা, অমানিশি সমা, আধ্‌বসনা বাউরি জাতি!
শ্যামা মা দিচ্চে জিহ্বা নাড়া, ওই আমাদের বাউরি-পাড়া!

বাউরি বৌ যায় মায়ে ঝিয়ে সাঁজের আঁচল মাথায় দিয়ে;
রসিক রসিকা, প্রেমিক প্রেমিকা, ঘুরচে এধার ওধার গিয়ে!
খল্‌ খল্‌ খল্‌—উঠচে হাসি! দুপুর রেতেও বাজচে বাঁশি!
বসন ভূষণ—নেকড়া ছেঁড়া! ওই আমাদের বাউরি-পাড়া।

কাল খাব কি?—নাইক জ্ঞান, বাউরি তবু গাচ্চে গান!
চির দরিদ্রতা—মাথা সরলতা, তাইতে কেড়ে নিচ্চে প্রাণ!

ছেঁড়া কাপড় মলিন বেশ! ভূতের মতন মাথার কেশ!
দেখরে পথিক, একটু দাঁড়া—ওই আমাদের বাউরি-পাড়া!
ভিখারী নয় ত গরিব তারা! মরচে খেটে দিনটা সারা!
এসে দেখ ভাই, ঘরে অন্ন নাই! বালক বালিকা যাচ্চে মারা!
কেউ কি তাদের কোথাও আছে! নয়নের জল ফেল্‌বে কাছে?
গভীর নিশিতে কেবল শুনি শ্রীগোবিন্দের আকাশ-বাণি!
"মাভৈঃ মাভৈঃ" দিচ্চে সাড়া— ক্ষুধায় আকুল বাউরি-পাড়া!
ধনী মানী জ্ঞানী যেও না সেথা "দারিদ্র্য-রতন" রয়েছে তথা!
সাধু যদি হও, তবে দেখে যাও, কেমন পবিত্র "দরিদ্রতা"!
পর দুখে যার হৃদয় কাঁদে, গেলেই সেথায় পড়বে ফাঁদে!
আমার বাড়ীর সাম্‌নে খাড়া—"দানের তীর্থ" বাউরি-পাড়া!
চিন্‌বে বাড়ী গেলেই কাছে,— লতায় পাতায় ভম্‌রা নাচে!
রাধাকৃষ্ণ সেবা, হয় নিশি দিবা! 'নবানুরাগের' নিশান আছে!
"নিমাই-নিকুঞ্জ" বৰ্দ্ধমানে— করছে শীতল তাপিত প্রাণে!
মিত্র প্যারি চাঁদের গলি, তুলসি-গন্ধে ছুটচে অলি!
সাম্‌নে শ্যামল চিতার বেড়া! আমার বাড়ী বাউরি-পাড়া!

পদ্মকোরক।

(ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমে লিখিত)

আমরি বালিকা কাল কাল-সরোবরে,
কমলের কলি, চারু নিথর কোরক,
কোরক, কনক কান্তি! মৃণালের পরে,
নবোদিত নিরমল আনন্দ ব্যঞ্জক!

কালের সলিল-শিরে এমন কমল !
জীবন-মৃণাল মাঝে—কণ্টক কেবল।
কোরক ! হৃদয়ে কীট করেনি দংশন,
শতদল-শোভা তার অন্তরে মিলিত !
কখন গুঞ্জরি পুঞ্জ করেনি চুম্বন,
প্রণয়ের কি যে জ্বালা আছে অবিদিত !
কুমুদিনী-দ্বেষে কভু করেনি বর্ষণ
শিশিরাশ্রু অস্তগত নিরখি তপন !
ফুটিলেই দূষণীয় ! কোমল কোরক,
এই ত সময় তোর কোন জ্বালা নাই !
বিঁধে নাই হেম অঙ্গে সূচ্যগ্র কণ্টক,
নিখুঁত নলিনী তুই সুখী বলি তাই !
রবির বিরহ-জ্বালা জলেও নিবে না,
সে যন্ত্রণা লো নলিনি আজও জান না !
ঊষায় উদিয়া ভানু অস্তাচলে যায়,
লো সরলে সদা ভাস তরল সলিলে ;
হেলে দুলে বহে যবে মৃদু মন্দ বায়,
কত রঙ্গ কর তুমি সোহাগেতে গ'লে !
আবার চাঁদের ভাতি লাগে যবে গায়,
তখনও এক ভাব, অন্য ভাব নয় !
ওই যে অস্পষ্ট হাসি সুধা-বিগলিত,
হাসিতেছ রাত দিন ওই ভাল ·াগে,
একেবারে হেসে গ'লে সুখ পাবে কত ?
সে হাসির পরিণাম এ হৃদয়ে জাগে !

যেই অস্ত সেই অঙ্গ ভাবিয়া বিকল,
একেবারে হাসি খুসী পলাবে সকল!
সুখী তুমি, সুখী তুমি লো কমল-কলি,
এই ভুঞ্জিতেছ তুমি কর্ম্মক্ষেত্র-সার!
এই তব সুখ-দিন! তাই তোমা বলি,
তিলেক বাঁচিতে আশা করিও না আর!
ফুট না, ফুট না আর! এই সুখ শেষ,
এখনি অতল জলে কররে প্রবেশ!

প্রিয়তমার প্রিয়তম স্থান।

আগুনে অঙ্গার অস্থি শ্মশান-শয্যায়
সেই যে মুদেছ আঁখি হিম-কলেবরে!
ইয়ত্তা কে করে হায় গিয়াছ কোথায়,
কত শত কোটী কোটী যোজন অন্তরে?
যদিও কালের ঢেউ অবিরাম গতি,
ফেলেছে তোমায় নিয়া বিমল সলিলে,
যদিও রয়েছি আমি দীন দুঃখী অতি,
কোন রূপে যোগে যাগে শৈবালের কোলে,
ভুলেছি কি প্রাণ-সখি মুখচন্দ্র তব,
যৌবন যোগায় যার জ্যোতিঃ নিরন্তর?
ভুলে থাকি যদি প্রিয়ে, কি আর কহিব,
ব'ল মোরে অকৃতজ্ঞ চণ্ডাল পামর!
না যাই উদ্যানে কিংবা না দেখি নয়নে
সৌধশিরে বসি শশী নিশীথ সময়!

কেবল বিরাগ-চিন্তা—সঙ্গিনীর সনে,
দেখিবারে যাই রাম-রঙ্গিণি তোমায়!
কতশত বার সূর্য্য উঠিল ডুবিল,
তোমার শ্মশান-নিদ্রা ভাঙ্গিল না আর!
দারুণ মাঘের হিমে গৃহস্থ কাঁপিল,
কাঁপিল না এ প্রান্তরে কেশাগ্র তোমার!
আসিল বসন্ত ওই পীন পয়োধরে,
মুঞ্জরিল আম জাম গুঞ্জরিল অলি!
দেহ ছাড়ি ছোটে প্রাণ দেখিতে তোমারে
বিরহের চিতানল চিত্ত মাঝে জ্বালি!
পড়িল দুরন্ত খরা ফাল্গুন আইল,
উঠ উঠ কোমলাঙ্গি, সহিছ কেমনে?
ওই শুন কুহু কুহু কোকিল গাইল—
আজ ধরা সুখে ভরা চারু চন্দ্রাননে!
হায়রে পাগল মন ডাকিবিরে কত!
চিরস্থির ও বরাঙ্গ বধির শ্রবণ!
সহস্র বসন্ত যদি ডাকে অবিরত,
আর না মেলিবে সেই নলিনী-নয়ন!
রয়েছি বসিয়া আজ রাজার ভবনে,
তথাপি বিরহ জ্বালা নাহি হয় দূর,
সহোদর সম ভাই, শান্তি দেও মনে,
রাজশ্রী সৌরেশচন্দ্র রায় বাহাদুর!

জননীর সমাধি-শ্লোক।

দেব দ্বিজ অতিথিরে, সেবা করি প্রাণভ'রে,
ভক্তের চরণ-রেণু বান্ধি শিরোদেশে,
সাধি ব্রত বহু শ্রমে আটষট্টি বয়ঃক্রমে
তের শ এগার সালে, ভাদ্র ষড়্‌বিংশে,
যোগমায়া-অঙ্ক-ধ্যানে, কৃষ্ণপাদ-পদ্ম পানে,
ছুটিলা নিমেষে ছাড়ি স্থাবর-জঙ্গমে,
জগৎ-জননী সমা মা-জননী নিরুপমা ;
বরদা সুন্দরী দেবী, ত্রিবেণী-সঙ্গমে !

মহাপ্রস্থান।

ত্রিবেণী সঙ্গম সে যে মহাতীর্থ স্থল,
ভাদ্র মাসে ভরা গঙ্গা করে টল মল !
যোগমায়া-যোগাশ্রম গঙ্গার উপর,
বিষ্ণু ব্রহ্মচারী তায় সাক্ষাৎ শঙ্কর !
তিন রাত্রি রহিলেন আশ্রমে তাঁহার,
বরদা সুন্দরী দেবী জননী আমার !
আদেশি চতুর্থ দিন খট্টাঙ্গের তরে,
কহিলেন গঙ্গাযাত্রা করাও আমারে !
বহু দূর হতে কন্যা, তমালিনী নামে,
উতরিল সেই ক্ষণে যোগমায়াশ্রমে।
জননী কহিলা কন্যা, কি দেখিছ আর ?
এই আমি চলিলাম স্বধামে আমার !

ক্ষণ মাত্র মোহপ্রাপ্ত হেরি জননীরে,
সকলে খট্টাঙ্গ পরে উঠাইল ধীরে!
রাজকৃষ্ণ তমালিনী নীরদা ব্রাহ্মণী,
ধরাধরি করে দেবী কুমুদ-কামিনী;
শ্রীগুরু-রঞ্জন পৌত্র চলিলা পশ্চাতে,
বিষ্ণুব্রহ্মচারী যান উপদেষ্টা সাথে।
শারদারে ধরি চলে অশ্রুমাখা ছবি,
গৌরী-রূপা দৌহিত্রী সে শতদল দেবী।
তেরশ এগার সাল, চান্দ্র ভাদ্র তায়,
ষড়্‌বিংশ দিনে, শুভা শুক্লা দ্বিতীয়ায়,
রবি বারে গত দিবা তৃতীয় প্রহর,
বেণী-মাধবের ঘাটে চলিলা সত্বর।
রক্তরাগ সুকোমল শয্যায় চড়িয়া,
নামাবলী জপমালা সঙ্গে তাঁর নিয়া,
ভগবদ্গীতা খানি নিত্য পাঠ্য তাঁর
সযতনে শিরোদেশে রক্ষা করি আর,
বক্ষপরে ধরিলেন মোক্ষফল জানি,
স্বামী দেবতার কাষ্ঠ-পাদুকা দুখানি,
ইষ্টমন্ত্র জপি করি কৃষ্ণ নাম ধীরে,
উপনীত হইলেন ত্রিবেণীর নীরে!
তখনও কহিছেন—কি দেখিছ আর?
অর্দ্ধ অঙ্গ হ'ল এই আড়ষ্ট আমার!
মা, মা, বলি ডাকি ডাকি, কহে তমালিনী
দেখ মা জাহ্নবী ওই জগৎপালিনী!

তখনও গ্রীবা তুলি করিলা দর্শন,
আজন্ম প্রার্থিত তাঁর জাহ্নবী-জীবন!
বিদুষী দীন-পালিনী—ছিল সর্ব্ব সুখ,
মহা প্রস্থানের কালে হাসি ভরা মুখ!
অন্তকালে জ্ঞানশূন্য হয়নি সে ছবি,—
করে ধরা কৃষ্ণ নাম, নয়নে জাহ্নবী!
উড়িছে শঙ্কর চীল সে ঘাটে তখন,
বৈষ্ণবেরা আরম্ভিল মহা সংকীর্ত্তন!
পূজিতেন মাতা মম, গোমাতৃ-চরণ,
অন্তকালে ভগবতী দিলা দরশন।
বৈষ্ণব কীর্ত্তন ঠেলি দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়,
কোথা হ'তে গাভী এক শিয়রে দাঁড়ায়!
ভাগীরথী-তীরে সেই গাভী আসি ধীরে,
নিত্যপূজ্য যাঁহা তাঁর,—দাঁড়াইল শিরে!
গোমাতার পদধূলি শিরে সবে দিলা,
জননী সমাধিযোগে নয়ন মুদিলা!
রাজকৃষ্ণ করে বিল্ব-চন্দনের চিতা,
ব্রহ্মচারী পড়ে শ্লোক—ভগবদ্গীতা!
"গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম"—শত কণ্ঠে ধ্বনি,
কন্যা দেখে পুষ্পরথে চলিলা জননী!
মুখাগ্নি করিল পৌত্র শ্রীগুরু-রঞ্জন,
চিতাগ্নি নির্ব্বাণ হল সায়াহ্ন যখন।
সন্ধ্যায় ধরে না লোক ত্রিবেণীর ঘাটে,
ধেয়ে যান দিনমণি ত্রিবেণীর পাটে।

শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া সন্ধ্যা-আরত্রিকে,
আসিল শতেক নৌকা ঘাটের চৌদিকে।
চারিদিকে দেবালয়,—অপূর্ব্ব ব্যাপার,
শঙ্খ ঘণ্টা কাঁশরের ধ্বনি অনিবার!
সূক্ষ্ম দেহে ছুটিলেন জননী তখন,
প্রফুল্ল কমল-গন্ধ প্রভাতে যেমন।
সন্ধ্যার আরতি মাঝে চুরি করি রবি
লয়ে যান বিষ্ণুলোকে জননীর ছবি।
শ্রীঅঙ্গের ধূলি বালি জড়ত্বের মলা,
ঝাড়ি ফেলি যান চলি ভুবন-উজ্জ্বলা!
দেহের বার্দ্ধক্য ছাড়ি ধরিলেন কিবা—
প্রভাতের পদ্ম সম যৌবনের বিভা!
চলিলা চিন্ময় দেশে, আনন্দে অপার
যোগযুক্তা জীবন্মুক্তা জননী আমার।

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবীর মাতৃস্মৃতি।

জগৎ-মোহিনী দেবী—ছিন্ন মায়া-ডোর,
বসতি সুবর্ণপুর, মা জননী মোর।
দূরে দুই কন্যা, নিজে অতি শোকাতুরা,
জগৎ-জননী-নামে সদা মাতোয়ারা!
নীরব পল্লীর মাঝে নির্জ্জন সে বাড়ী,
যথা যান আসিতেন গৃহে তাড়াতাড়ি!
গৃহে বসি পড়িতেন ভাগবত, গীতা,
তুচ্ছ করি তীর্থ-বাস, ধর্ম্ম ভয়ে ভীতা!

সহসা আটার বর্ষে রাখিলেন দেহ,
ভ্রাতুষ্পুত্রী ভিন্ন তাহা জানে নাই কেহ।
পড়িলেন গীতা-শ্লোক, আছে দিব্য জ্ঞান,
মন্ত্র জপি ইষ্ট-মূর্ত্তি করিলেন ধ্যান!
মুদি আঁখি ইষ্ট মূর্ত্তি আঁকি চিত্তপটে,
নিরমল সে তটিনী যমুনার তটে,
অকস্মাৎ ত্যজিলেন জড়দেহ-ভার,
জানে নাই গ্রামবাসী পশু পক্ষী আর!
তের শত বার সাল কার্ত্তিকাষ্ট দিন,
বুধে দ্বাদশীতে মুক্ত জড়ত্ব বিহীন!
সন্তোষ বিশ্বাস ছিল গঙ্গা সরস্বতী,
যমুনার কূলে হ'ল ত্রিবেণীতে স্থিতি,
সেই মহা তীর্থে মহা সমাধি-মগন,
বিষ্ণু-পাদপদ্ম হৃদে করিয়া ধারণ,
নিত্য ধামে গিয়াছেন, মুক্ত মায়া-ডোর,
জগৎ-মোহিনী দেবী মা-জননী মোর!
নিত্যধামে গিয়া যেন পাদপদ্ম সেবি,
প্রার্থনা করয়ে কন্যা রাজলক্ষ্মী দেবী।

গ্রন্থকারের সমাধি প্রস্তর।

(অনুগতগণ লিখিত।)

আমাদের প্রিয়তম, কে তুমি কোথায় ধাম?
শুনেছি "কুমার নাথ" তোমার প্রথম নাম।
"সুধাকর" নাম তব গ্রন্থ পাঠে জানা যায়,
কেহবা "সুধাংশু" বলে প্রেমসুধা প্রতিভায়,

যেমন চন্দন-তরু কুঠার সহিয়ে গায়,
হৃদয়-সৌরভরাশি জগতে ছড়ায়ে যায়,
সেরূপ কি এসেছিলে যমুনা পুলিন হতে,
কৃষ্ণপাদ-পদ্ম-গন্ধ জগতে ছড়ায়ে যেতে ?
আমাদের চিদাকাশে সারানিশি হাসি হাসি,
বর্ষিতে সুধাংশু তুমি কৃষ্ণ-কথা-সুধারাশি !
ওই পর ব্যোম হতে শুনি তব আবাহন,
তব পাশে যেতে আজ আনন্দে অধীর মন !
তব সঙ্গে মোরা সবে কবে নিত্য দেহ নিয়া,
কৃষ্ণপাদ-পদ্ম-সেবা পাব নিত্যধামে গিয়া ?
তব অনুগত যত ভক্ত নর-নারী করে
খোদিত এ মহাশ্লোক হৃদয় পাষাণ পরে।

গ্রন্থকারের জ্যেষ্ঠাগ্রজ

অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়ের স্বর্গারোহণে

জ্যেষ্ঠাকন্যা শ্রীমতী বাসন্তীপ্রভাদেবীর লিখিত শোকোচ্ছ্বাস।

হায়রে যে জন হ'তে এসেছি এ পৃথিবীতে,
ধীরে ধীরে উঠেছি বাড়িয়া,
যাঁর পদ নিরখিয়ে জুড়াতাম তপ্তহিয়ে,
রহিয়াছি তাঁহারে ছাড়িয়া !
কোথায় গো পিতা মম সাক্ষাৎ শঙ্কর সম,
কেনই বা, ছাড়ি চলি গেলে গো ?
কি ব্যথা পাইলে হৃদি ! নিদয় হইল বিধি !
অমনি ফুরায়ে হায় গেলে গো !

মা আমার পাগলিনী যেন মণিহারা ফণী,
কেঁদে কেঁদে সারা নিশি দিন,
বিষাদ-সলিলে মগ্ন, দেহ মন হ'ল ভগ্ন,
ভাবিয়া হতেছে তনু ক্ষীণ!
ভাই মোর শ্যাম ধন পিতার জীবন ধন,
কোথায় বা তুমি চ'লে গেলে রে!
পিতা মোর সেই শোকে, ধরিতে তোমায় বুকে
চলিলেন আমাদের ফেলে রে?
বাগান-বেষ্টিত বাটী, কেমন সে পরিপাটী,
কতই যে শোভা তাহে ধরিত,
আম জাম নারিকেল কদলী কাঁটাল বেল,
কত শত বৃক্ষরাজি শোভিত!
ফল ফুল আদি যত, ভাল যে বাসিতে কত!
সব ছাড়ি করিলে গমন,
এবে সেই নলডাঙ্গা শূন্য, মোরা বুকভাঙ্গা!
কোথা পিতা রহিলে এখন!
আয়ু না হইতে পূর্ণ কাল আসি অবতীর্ণ
লয়ে যেতে অমর ভবনে,
তাই বুঝি মায়া ভুলি "হরি হরি" রব তুলি
চলিগেলে শান্তি নিকেতনে?
এত দিন দাদা মোর হইয়ে আনন্দে ভোর,
ছিলেন গো পরবত পাশে,
হায় বিধি কি করিলি, সে সাধে বাদ সাধিলি,
ফেলে দিলি দারুণ নৈরাশে!

এবে সে সংসার ভার গিরিভার বহিবার
সাধ্যকার আছে গো বল না ?
তাই মম ভগ্নীটারে অর্পিয়া জিতেন্দ্র-করে,
কমাইয়ে গেলে কি ভাবনা ?
নলডাঙ্গা রাজধানী ভালবাসিতে ত জানি,
জন্মভূমি সুখসিন্ধু মানি,
সেই সুখসিন্ধু-জলে রবি গেল অস্তাচলে,
ডুবাইলে দেহতরী খানি !
বাসনা এখন মনে তথা গিয়া ভাই বোনে
সে স্থান করিব দরশন,
ভাই বোনে গলা ধ'রে ফুকারিয়া তোমা তরে
কেঁদে খেদ মিটাব দুজন !

অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়ের প্রকাশিত গ্রন্থকারের বংশাবলী।

১৩২০। ৩রা অগ্রহায়ণ।

১০৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত বঙ্গাধিপতি মহারাজ আদিশূর কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ অর্থাৎ কনৌজ হইতে আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের মধ্যে ভরদ্বাজ-গোত্রীয় শ্রীহর্ষ হইতেই আমরা ভরদ্বাজ-গোত্রীয়। (১) শ্রীহর্ষের পুত্র (২) শ্রীগর্ব্ব, তাঁহার পুত্র (৩) শ্রীনিবাস, তৎপুত্র (৪) মেধাতিথি। তৎপুত্র (৫) আবর, বাবর, মাবর। আবর-পুত্র (৬) শত (দীপ্তিগ্রামবাসী), লক্ষ, ত্রিবিক্রম। ত্রিবিক্রম-পুত্র (৭) কাকুৎস্থ (কাকু), তৎপুত্র (৮) ধান্দু (মুখটি-গ্রাম বাসী বা মুখটী গাঁই; এই হইতে আমরা মুখটি গাঁই), বরাহ (মাউড়ী

গ্রামবাসী), সুরেশ্বর (রায়গ্রাম বাসী)। ধান্দুর পুত্র (৯) জিয়, গুঁই। গুঁইপুত্র (১০) নমু, বা নরহরি, উষাপতি, মাধবাচার্য্য। মাধবপুত্র (১১) কোলাহল (সন্ন্যাসী হন), তৎপুত্র (১২) উৎসাহ (ইনি প্রথম কুলীন, বল্লালের সমসাময়িক), গরুড় (ইনিও প্রথম কুলীন), দাঁই, বিষ্ণু, গোপাল, বিঠোক। উৎসাহের পুত্র (১৩) আয়িত, অভ্যাগত, মহাদেব, কামদেব, চক্রপাণি, জয়দেব, ভবদেব, বলদেব, রত্নেশ্বর, গদাধর, পুরন্দর, লক্ষ্মীধর, রাম, বামন। মহাদেব-পুত্র (১৪) ঈশ্বর, বিশো। বিশোর পুত্র (১৫) সুজ, পশো। পশোর পুত্র (১৬) ধীতো, কৃষ্ণ। কৃষ্ণপুত্র (১৭) মহেশ্বর, তৎপুত্র (১৮) হরিওঝা, বলো, বাসু। হরিপুত্র (১৯) দিগম্বর, যোগেশ্বর পণ্ডিত (ইঁহা হইতেই আমরা যোগেশ্বর পণ্ডিতের সন্তান), কামদেব পণ্ডিত। যোগেশ্বরের পুত্র (২০) মুকুন্দ, শঙ্কর, (ইঁহা হইতেই আমরা শঙ্করের বংশ) ত্রিবিক্রম, সুতীক্ষ্ণ, কমলাকান্ত জানকীনাথ (সর্ব্বানন্দী), রুক্মিণীকান্ত। শঙ্করের পুত্র (২১) কুমুদ, সুরানন্দ, রাঘব, নয়ন, পূর্ণানন্দ। নয়ন-পুত্র (২২) শিবরাম রামভদ্র। রামের পুত্র (২৩) কৃষ্ণবল্লভ, গোপীজাবল্লভ। কৃষ্ণ-বল্লভের পুত্র (২৪) মধুসূদন, রামনারায়ণ, রঘুনন্দন, প্রাণবল্লভ। মধুসূদন-পুত্র (২৫) রামদেব, গদাধর, রামচন্দ্র, যাদবেন্দ্র (যাদু মুখুয্যে, ইঁহা হইতেই আমরা যাদু মুখুয্যের ধারা)। যাদবেন্দ্র-পুত্র (২৬) শুকদেব, তৎপুত্র (২৭) নীলকণ্ঠ (ইনি খুলনা জেলার হোগলা গ্রামে উদয়নারায়ণ রায়ের কন্যা বিবাহ করিয়া ভঙ্গ হন। এই হইতেই আমরা ভঙ্গকুলীন। ইনি বরিশাল জেলার মধ্যে চন্দ্রদ্বীপ-বাকলা পরগণার রূপাতলী গ্রামে জ্ঞাতিদের মধ্যে বাস করিতেন, গোপনে হোগলায় ভঙ্গ হওয়ায় জ্ঞাতিরা তাঁহাকে হত্যা

করিবার পরামর্শ করায় ইনি রূপাতলী হইতে পলাইয়া আসিয়া যশোর জেলায় নলডাঙ্গা গ্রামের নিকটে কামারাইল গ্রামে বাস করেন। রূপাতলী গ্রাম বরিশাল সহরের সংলগ্ন। রূপাতলীতে আমাদের অনেক জ্ঞাতি এখনও বর্ত্তমান। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নলডাঙ্গায় আমাদেব বাটীতে আসিয়া থাকেন। কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের জ্যেঠাসম্পর্কীয় তারিণীচবণ মুখোপাধ্যায় এখানে আসিয়াছিলেন। নলডাঙ্গার নিকট কাদিবকোল গ্রামে আমাদের জ্ঞাতি আছেন। কৃষ্ণনগরের সংলগ্ন গোয়াড়ীনিবাসী পুলিসইন্‌স্পেকটর শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং নদিয়া জেলার মুড়াগাছা-নিবাসী স্বর্গীয়জ'মদা'র লালাবাবু ও বৃন্দাবনবাবু আমাদের জ্ঞাতি।)

নীলকণ্ঠের পুত্র (২৮) নন্দরাম, তৎপুত্র (২৯) কাশীনাথ (ইনি কামারাইল গ্রামের অপর পাবে সাহেবদের শঙ্করগঞ্জের নীলকুঠির মুৎসুদ্দি পদে থাকিয়া বিশেষ প্রতাপান্বিত হন), বৈদ্যনাথ (ইনি গৃহত্যাগ করিয়া নবদ্বীপের বিখ্যাত কালিয়কান্ত গোস্বামী হন, নবদ্বীপে ইঁহার সমাধি আছে)। কাশীনাথের পুত্র (৩০) অভয়াচরণ (ইনি নলডাঙ্গায় গুঞ্জনগর রাজধানীর সন্নিকটে বাটী নির্ম্মাণ করেন এবং নলডাঙ্গারাজষ্টেটের প্রধানকর্ম্মচারী হন। ইনি সাধুসমাদৃত ব্যক্তিছিলেন।) কাশীনাথের কন্যা আদরমণি দেবী। অভয়াচরণের পুত্র (৩১) অম্বিকাচরণ রজনীকান্ত (মৃত), কুমারনাথ, সরোজনাথ, ভবনাথ (মৃত), কন্যা তমলিনী দেবী (গোপালী)। অম্বিকাচরণ-পুত্র (৩২) নগেন্দ্রনাথ, কন্যা বিজনবাসিনী (মৃত), ভুপেন্দ্রনাথ (মৃত), বাসন্তীপ্রভা (বা কোহিনুর), বিজলীপ্রভা (মৃত), ক্ষণপ্রভা, সুধাংশুপ্রভা, পুত্র কন্যা (মৃত), পুত্র শ্যামাপদ (মৃত)। রজনীকান্তের পুত্র (৩২) দ্বিজেন্দ্রনাথ (হরিদাস), কন্যা সরসীলতা

(মৃত), সুবাসিনী। কুমারনাথের পুত্র কন্যা (মৃত)। সরোজনাথের পুত্র (৩২) গুরুনন্দন, কন্যা গুরুমতী (মৃত). গুরুরঞ্জন, দশভুজা হেমগৌরী, দক্ষিণারঞ্জন (গোপালদাস)। দ্বিজেন্দ্রনাথ বা হরিদাসের একটী কন্যা ও একটী পুত্র মৃত, দুই কন্যা বর্ত্তমান, নগেন্দ্রনাথের দুই কন্যা মৃত, (৩৩) এককড়ি নামে এক শিশু পুত্র বর্ত্তমান॥—"শুভমস্তু"। ইতি। শ্রীঅম্বিকাচরণ শর্ম্মণঃ

কীর্ত্তন।

নমো নমঃ পঞ্চানন, পঞ্চ ভূতের মাঝারে।
আত্মার স্বরূপ, একি অপরূপ, অরূপে কি রূপ বিহরে!
কূটস্থ মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী, "জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ,"
পঞ্চকোষের অতীত ভাতি, দ্বিদলে দেখান, দেখরে।
শ্যামা-চরণের লেগেছে আভা, পঞ্চাননের কতই শোভা,
ভূতগণ আছ যেখানে যেবা, চক্রে চক্রে নাচ রে।
নয়ন বাঁকা, ভঙ্গি বাঁকা, জীবনসন্ধ্যা আঁধারে একা
দাঁড়ায়ে দেখায় ময়ূর পাখা, পাগল করিল আমারে।
ছাড়িয়ে তোমার রাখাল প্রজা, আর্য্যমিশনে হয়েছ রাজা,
আয় কানু মাঠে সে বেণু বাজা, গোধেনু ফিরে যা শুনে রে
কানু যমুনার যেখানে মিলন, "দেবঘর" মাঝে কুসুম কানন
ফুলে ফুলে ফুলে নব বৃন্দাবন, সাজাও মোদের অন্তরে।
মোদের সর্ব্বস্ব দেহ প্রাণ মন, ধর ধর ধর বাবা পঞ্চানন,
পঞ্চভূতের এই নিবেদন, এ প্রপঞ্চ সংসারে।
আমাদের প্রাণ তোমার প্রাণে, গাঁথা আছে সংগোপনে,
কি সম্বন্ধ প্রাণে প্রাণে, মধুর মধুর মধুরে!